إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শাফা'আতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪২শ বর্ষ ।। ৪র্থ সংখ্যা

১৫ই জেলকদ, ১৪০৮ হিঃ ।। ১৫ই আষাঢ় : ১৩৯৫ বাংলা ।। ৩০শে জুন, ১৯৮৮ ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ৪০·০০ টাকা ।। ভারত ৭২·০০ টাকা ।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৪২শ বর্ষ :
'আহ্‌মদী' ৩০শে জুন ১৯৮৮ ৪র্থ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
তরজমাতুল কুরআন :	অনুবাদ : মরহুম মৌলভী মোহাম্মাদ ও মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক	১
হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৪
অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৫
জুমুআর খুৎবা :	হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৮
কবিতা :	শাহ্ মোস্তাফিজুর রহমান	১২
বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় ও প্রতিকার :	মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর	১৪
বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী :	জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২২
আনসারুল্লাহ্ বারতা :	আলহাজ্ব চৌধুরী আবদুল মতিন	৩৮
আপনার পত্র পেলাম :		৪০
ছোটদের পাতা—১৮ :	উপস্থাপনায়—'নানা ভাই'	৪২
একটি প্রতিবেদন :	জনাব সালেহউদ্দিন চৌধুরী	৪৪
সংবাদ :		৪৯
সম্পাদকীয় :		৫২

আখবারে আহ্‌মদীয়া

৫ই জুন : সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) সম্বন্ধে সদ্য পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে যে, তিনি আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে কুশলেই আছেন এবং দিন রাত ইসলামের প্রচার ও প্রসার কার্যে ব্যস্ত। আলহামদুলিল্লাহ্। বন্ধুগণের নিকট আবেদন যেন তারা রীতিমত হুযুর পুর নূর (আইঃ)-এর পূর্ণ স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কর্মময় জীবনের জন্য আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়া জারী রাখেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪২শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

৩০শে জুন, ১৯৮৮ ইং : ৩০শে ইহসান, ১৩৬৭ হিঃ শামসী : ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আল্ হাজ্জ—২২

[ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহাতে ৭৯ আয়াত এবং ১০ রুকূ আছে]

২৪। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে এমন বাগান সমূহে দাখিল করিবেন যাহাদের তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত থাকিবে। তথায় তাহাদিগকে অলংকৃত করা হইবে স্বর্ণের কঙ্কণ দ্বারা এবং মনিমুক্তাদ্বারা; এবং উহাতে তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ হইবে রেশমের।

২৫। এবং তাহাদিগকে পবিত্র বাণীর দিকে পথ প্রদর্শন করা হইবে এবং তাহাদিগকে প্রশংসনীয় (আল্লাহ্‌র) পথের দিকে পরিচালিত করা হইবে।

২৬। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে এবং মসজিদুল হারাম (সম্মানিত মসজিদ) হইতে বিরত রাখে যাহাকে আমরা সমগ্র মানবজাতির জন্য সমানভাবে কল্যাণের কারণ করিয়াছি, তাহারা উহাতে অবস্থানকারী হউক অথবা মরুবাসী হউক, এবং যাহারা যুলুম করিয়া উহাতে বক্রতা সৃষ্টি করিতে চাহে তাহাদিগকে আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব। ৩য় রুকূ

২৭। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্‌রাহীমের বসবাসের জন্য নির্ধারণ করিয়াছিলাম এই গৃহের স্থানকে (এবং বলিয়াছিলাম), তুমি কোন বস্তুকে আমার সহিত শরীক করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ, তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) কারীদের, দণ্ডায়মানকারীদের, রুকূকারীদের, এবং সিজদাকারীদের জন্য,

২৮। এবং তুমি সকল লোকের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা কর, যেন তাহারা (হজ্জের উদ্দেশ্যে) তোমার নিকট আগমন করে পদব্রজেও এবং এমন সব বাহনের উপর আরোহণ

করিয়াও, যেগুলি দীর্ঘপথ চলার দরুন শীর্ণকায় হইয়া গিয়াছে, ইহারা দূর দুরান্ত হইতে গভীর পথ অতিক্রম করিয়া আগমন করিবে,

২৯। যেন তাহারা তাহাদের জন্য নির্ধারিত উপকার সমূহ প্রত্যক্ষ করে এবং যেন তাহারা নির্দিষ্ট দিনগুলিতে উহার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে যাহা তিনি তাহাদিগকে গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু হইতে দান করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা নিজেরাও উহা হইতে আহার কর এবং দুর্গত ও অভাবগ্রস্ত লোকদিগকেও আহার করাও।

৩০। অতঃপর, তাহারা যেন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং নিজেদের মানতসমূহ পূর্ণ করে এবং প্রাচীনতম গৃহের তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে।

৩১। এইরূপে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র (নির্দেশিত) পবিত্র জিনিস সমূহের সম্মান করিবে, ইহা তাহার প্রভুর দৃষ্টিতে তাহার জন্য কল্যাণকর হইবে; (হে মু'মেনগণ!) তোমাদের জন্য সকল চতুস্পদ জন্তুই হালাল করা হইয়াছে কেবল উহা ছাড়া যাহা (কুরআনে) তোমাদের জন্য (হারাম বলিয়া) বর্ণিত হইয়াছে; অতএব, তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক এইরূপে মিথ্যা কথা হইতেও দূরে থাক।

৩২। আল্লাহ্‌র (ইবাদতের) জন্য একনিষ্ঠ অবস্থায়, কাহাকেও তাঁহার সঙ্গে শরীক না করিয়া এবং যে কেহ আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাহাকেও শরীক করে সে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল, অনন্তর পাখী তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল অথবা বাতাস উড়াইয়া দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করিল।

৩৩। (প্রকৃত কথা) এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নির্দশন সমূহকে সম্মান ও মহত্ব দান করিবে, নিশ্চয় তাহার এই কাজকে আন্তরিক তাক্‌ওয়া বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩৪। এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্য এইগুলি (কুরবানীর পশু)-র মধ্যে উপকার আছে, অতঃপর আল্লাহ্‌র প্রাচীনতম ঘরের নিকট উহার কুরবানীর স্থান হইবে।

৪র্থ রুকূ

৩৫। এবং আমরা প্রত্যেক কওমের জন্য কুরবানীর নিয়ম নির্ধারিত করিয়াছি যেন তাহারা আল্লাহ্‌র নাম উহার উপর উচ্চারণ করে যাহা গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু হইতে তিনি তাহাদিগকে দান করিয়াছেন; স্মরণ রাখিও, তোমাদের মা'বূদ এক-ই মা'বূদ, সুতরাং তোমরা কেবল তাঁহারই জন্য আত্মসমর্পণ কর, এবং বিনয়ী লোকদিগকে সুসংবাদ দাও—

৩৬। তাহারা এমন লোক যে, যখন তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাহাদের হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, এবং (ঐ সকল লোককেও সুসংবাদ দাও) যাহারা তাহাদের উপর আগত বিপদাবলীর উপর ধৈর্য ধারণ করে এবং তাহারা

নামায কায়েম করে, এবং তাহাদিগকে আমরা যাহাকিছু রিয্‌ক দান করিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে।

৩৭। আর যে আছে কুরবানীর উষ্ট্রগুলি—আমরা ঐ গুলিকে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র পবিত্র নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত করিয়াছি, উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক মঙ্গল নিহিত আছে ; অতএব, উহাদিগকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া উহাদের উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর এবং যখন উহারা নিজেদের পার্শ্বে ঢলিয়া পড়ে তখন তোমরা উহা হইতে নিজেরাও আহার কর এবং আহার করাও অল্পে তুষ্ট ধৈর্যশীল অভাবীদিগকে এবং দারিদ্র্যে কাতর ব্যক্তিদিগকেও, এইভাবে আমরা উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৩৮। উহাদের মাংস ও উহাদের রক্ত কখনও আল্লাহ্‌র নিকট পেঁৗছেনা বরং তাঁহার নিকট তোমাদের তরফ হইতে তাক্‌ওয়া পেঁৗছে ; এইভাবে তিনি উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন, এবং তুমি সৎকর্মশীলদিগকে সুসংবাদ দাও।

৩৯। যাহারা ঈমান আনিয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাহাদের পক্ষ হইতে (শত্রুকে) প্রতিহত করিতে থাকিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে ভালবাসেন না।

৫ম রুকু

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নামাযের মধ্যে দোয়া পড়তেন, "হে আল্লাহ্‌! সর্ব প্রকারের গোণাহ্‌ ও ঋণ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

হাদীস (নিসায়ী)

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেন, "আমি আল্লাহ্‌র নিকট শির্‌ক, অতি বার্ধক্য ও ঋণের দায় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।" এক ব্যক্তি বলল, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)! আপনি কি শির্‌ককে ঋণের সমতুল্য মনে করেন?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

হাদীস (আবু দাউদ, তিরমিযী)

হাদিস শরীফ

জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক ভাল

কুরআন

ان اكرم كم عندالله اتقكم (حجرات ايت (١٤)

তরজমা :—নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী। (সূরা হুজরাত : ১৪ আয়াত:)

হাদীস :

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اولياءى يوم القيامة المتقون و ان نسب اقرب من نسب فلا يا تينى الناس بالا عمال و تأتون بالدنيا تحملونها على رقا بكم فتقولون يا محمد فاقول هكذا و هكذا لا - و اعرض فى كلا عطفيه - (ادب المفرد)

তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বর্ণনা করেন যে হযরত রসূল করীম (সা:) বলেছেন যে কিয়ামতের দিন আমার বন্ধু শুধু মুত্তাকীগণই হবেন যতই না আমার নিকটাত্মীয় থাকুক। লোকেরা আমার কাছে (সাহায্যের জন্য) পুন্যকর্ম নিয়ে আসে না বরং তোমরা দুনিয়া নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে আস এবং বল হে মুহাম্মদ ! (আমাদের সাহায্য কর) আমি বলি এ ভাবে নয় এ ভাবে এবং সম্পূর্ণ ভাবে এই ব্যাপারে আমি অনীহা প্রকাশ করি।

ব্যাখ্যা :- অধ্যাত্মিক জগতে উন্নতির চাবি কাঠি হলো আমল বা পুন্যকর্ম। আমলই বান্দাকে তার খোদার নৈকট্য লাভ করিয়ে দেয়, খোদার নিকট শুধু মাত্র আমলই গ্রহণীয় বংশ নয়, যদি বংশই খোদার নৈকট্যের পথ হতো তাহলে আমলের আর কোন প্রয়োজন হতো না। কুরআন ও হাদীস আমাদের বলে যে খোদা তাঁর বান্দাদের একমাত্র আমল দেখে থাকেন আর কিছু নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ليس للا نسان الا ما سعى অর্থাৎ মানুষ যতটুকু করবে ততটুকুই প্রতিদান পাবে। হযরত রসূল করীম (সা:) তাঁর প্রিয়তম কন্যা হযরত ফাতেমা (রা:) কে বলেন, হে আমার কন্যা ! কিয়ামতের দিন শুধু তোমার আমলই কাজে আসবে, এই হাদীসে ইহাও বলা হয়েছে যে, তোমরা সময় নষ্ট কর না অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ো না নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও।

ইউরোপীয়ানরা যে ভাবে নিজেদের বংশীয় গৌরবকে পথের বাঁধা বা অহংকার না করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে তোমরাও বংশীয় মর্যাদাকে উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক মনে না করে যে কাজই করতে হউক না কেন কর এবং ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম।

রসূলে খোদা (সা:) বলেন, বেশীর ভাগ লোক এই পার্থিব জগতের প্রতি ধাবমান ও পার্থিব জগতের সমৃদ্ধি কামনা করছে কিন্তু তারা এতদসত্বেও খোদার জান্নাত কামনা করে বলে হে মুহাম্মদ (সা:) ! আমাদের রক্ষা করুন। তিনি বলেন এভাবে তো কখনই হতে পারে না। তোমরা জেনে নিও যে, খোদার নৈকট্য লাভ করার জন্য শুধু তোমাদের আমল সর্বাধিক প্রয়োজনীয়।

মাওলানা সালেহ্ আহমদ, সদর মুরব্বী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

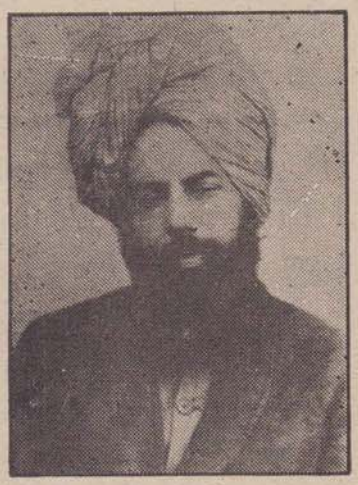

বস্তুতঃ মালাকী নবীর ভবিষ্যদ্বাণী ইহার বাহ্যিক অর্থের আলোকে আজ অবধি পূর্ণ হয় নাই। মসীহের পূর্বে ইলিয়াস নবীর আগমন জরুরী ছিল। যদিও ইহুদীরা আজও তাঁহার আগমনের অপেক্ষায় রহিয়াছে, তথাপি তিনি কি পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন? কিন্তু মসীহ্ আগমন করিয়াছেন। মসীহের এই ভবিষ্যদ্বাণী কি পূর্ণ হইয়াছে যে, এই যুগের লোকদের জীবদ্দশাতেই তিনি পুনরায় আগমন করিবেন? তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী কি পূর্ণ হইয়াছে যে, পিত্রসের হস্তে আকাশের চাবি রহিয়াছে? তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী কি পূর্ণ হইয়াছে যে, তিনি দাউদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিবেন? তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী কবে পূর্ণ হইয়াছে যে, তাঁহার বার জন হাওয়ারী (শিষ্য) বারটি সিংহাসনে আরোহন করিবেন? তাঁহার এক হাওয়ারী যিহূদা ঈস্করিয়োতীয় ধর্মত্যাগী হইয়া জাহান্নামে গিয়া পড়িল, যাহার জন্য সিংহাসনের প্রতিশ্রুতি ছিল। তাহার পরিবর্তে একজন নুতন হাওয়ারীকে নির্বাচন করা হইল, যাহা মসীহের সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। হাদীস সমূহে এইরূপই লিখিত আছে। বস্তুতঃ তুর্‌রে মনসুরেও লিখিত আছে যে, ইউনুস নবী সুনিশ্চিতভাবে ও বিনাশর্তে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, নাইনওয়ার অধিবাসীদের উপর চল্লিশ দিনের মধ্যে আযাব নাযেল হইবে, যাহা তাহাদিগকে এই মেয়াদ-কালের মধ্যে ধ্বংস করিয়া দিবে। কিন্তু তাহাদের উপর কোন আযাব নাযেল হয় নাই এবং তাহারা ধ্বংসও হয় নাই। অবশেষে ইউনুসকে (আঃ) লজ্জিত হইয়া ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিতে হইল। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলে ইউহান্না নবীর কেতাবে মওজুদ রহিয়াছে, যাহাকে খৃষ্টানেরা খোদাতা'লার তরফ হইতে মনে করে। এতদসত্বেও মুসলমানেরা এই সকল নবীর উপর ঈমান রাখে এবং এই সকল আপত্তির কোন পরোয়া করে না। কিন্তু উপরোল্লিখিত যে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে, অর্থাৎ আথম সম্বন্ধে ও আহমদ বেগের জামাতা সম্বন্ধে তাহাদের আপত্তি রহিয়াছে, এই ব্যাপারে আমি বার বার লিখিয়াছি যে, আথমের ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ সুস্পষ্টতার সহিত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন খুঁজিয়া দেখ, আথম কোথায় আছে। সে কি জীবিত আছে, না কি মরিয়া গিয়াছে? ভবিষ্যদ্বাণীর সার-সংক্ষেপ এই ছিল যে, আমাদের

উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে সত্যবাদীর পূর্বে মারা যাইবে। সুতরাং অনেক দিন গত হইয়াছে, আথম মারা গিয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে এই কথাটি অন্তর্ভুক্ত ছিল যে আথম পনর মাসের মধ্যে মারা যাইবে যদি সে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে—এই শর্তটি ইহার সহিত প্রকাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু আথম ঐ বিতর্ক সভাতেই নিজ বেয়াদবী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। কেননা যখন আমি তাহাকে বলিলাম এই ভবিষ্যদ্বাণী এই জন্য করা হইয়াছে যে, তুমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে নিজ পুস্তকে 'দাজ্জাল' লিখিয়াছ। এই কথা শুনা মাত্রই তাহার চেহারা ফেঁকাশে হইয়া গেল এবং নিতান্ত বিনয়ের সহিত সে নিজের জিহ্বা মুখ হইতে বাহির করিল এবং উভয় হাত দ্বারা নিজের দুই কান ধরিয়া কহিল যে, আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শানে কখনও এইরূপ কথা বলি নাই এবং সে অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করিল। এই সময় ঘাটের অধিক মুসলমান এবং খৃষ্টান ও অন্যান্য লোক মওজুদ ছিল। ইহা কি এইরূপ কথা ছিল না, যাহাকে দাম্ভিকতা ও বেয়াদবী হইতে প্রত্যাবর্তন মনে করা যাইতে পারে? এতদ্ব্যতীত সে পনর মাস পর্যন্ত বিরুদ্ধাচরণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত রহিল এবং অধিকাংশ সময় কাঁন্নাকাটি ও গিরীয়াজারীর মধ্যে অতিবাহিত করিল এবং নিজের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করিল। অতএব, একজন নেক-হৃদয়-বিশিষ্ট ঈমানদার ব্যক্তির জন্য এই কথা যথেষ্ট যে, সে পনর মাসের মধ্যে কিছুটা নিজের পরিবর্তন সাধন করিয়া লইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত যেহেতু সে খোদাতা'লার নিকট ভীত হইয়া নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করিল এবং দাম্ভিকতা ও বেয়াদবী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিল, বরং অমৃতসরে যে সব লোকের সহিত তাহার উঠাবসা ছিল তাহাদের সংস্পর্শ পরিহার করিয়া এবং অমৃতসরের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া সে ফিরোজপুর গিয়া বসতি স্থাপন করিল, সেহেতু এইরূপ ভীতি হইতে তাহার উপকৃত হওয়া জরুরী ছিল। সুতরাং যদিও এই কথাটি পূর্ণ হইল যে, সে আমার পূর্বে খুব শীঘ্র ঐ দিন-গুলিতেই মারা গেল, কিন্তু শর্ত কিছুটা পূর্ণ করার দরুন উপকৃত হইল। ইহার বিপরীত লেখরাম ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়াদকালে কোন বিনয় ও ভীতি প্রকাশ করে নাই, বরং পূর্বের চাইতেও অধিক বেয়াদবীর সহিত সে বাজারে ও অলিগলিতে, শহরে ও গ্রামে-গঞ্জে ইসলামের অবমাননা করিতে লাগিল। এই কারণে সে মেয়াদকালের মধ্যেই নিজের এই কুকর্মের দরুন পাকড়াও হইল এবং গালিগালাজ ও অশ্লীলতায় তাহার যে জিহ্বা ছুরির ন্যায় চলিতেছিল, ঐ ছুরিই তাহাকে শেষ করিল।

এখন বাকী রহিল আহমদ বেগের জামাতার কথা। প্রত্যেকে অবগত আছেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল দুই ব্যক্তি সম্বন্ধে। তাহাদের একজন হইল আহমদ বেগ এবং অন্য জন হইল তাহার জামাত। সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ মেয়াদকালের মধ্যেই পূর্ণ হইয়া গেল। অর্থাৎ আহমদ বেগ মেয়াদকালের মধ্যেই মরিয়া গেল। এইভাবে ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ মেয়াদকালের মধ্যেই পূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীর অন্য অংশটি সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করা হয় তাহা সততার সহিত উত্থাপন করা হয় না। আজ পর্যন্ত

কোন আপত্তিকারীর মুখ হইতে আমি এই কথা শুনি নাই যে, সে এইভাবে আপত্তি করে যে, 'যদিও এই ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ পূর্ণ হইয়াছে এবং আমি খাঁটি অন্তঃকরণে স্বীকার করি যে ইহা পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অন্য অংশটি আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয় নাই।' বরং আপত্তিকারীরা ইহুদীদের ন্যায় ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ হওয়া অংশ সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখিয়া আপত্তি উত্থাপন করে। এইরূপ নীতি কি ঈমান, লজ্জা-শরম এবং ন্যায়-নিষ্ঠার সমর্থক? তাহাদের অসাধু আপত্তির উত্তর এই যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটিও ছিল আথমের ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় শর্ত সাপেক্ষ। অর্থাৎ এই শর্তে লেখা হইয়াছিল যে, যদি তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি ভয়-ভীতির অভিব্যক্তি না করে তাহা হইলে ভবিষ্যদ্বাণীটি মেয়াদ কালের মধ্যে পূর্ণ হইবে। আহমদ বেগ ভয়-ভীতি প্রকাশ করে নাই এবং সে ভবিষ্যদ্বাণীটিকে ঘটনার বিপরীত মনে করিতেছিল। কিন্তু আহমদ বেগের জামাতা এবং তাহার আত্মীয় পরিজনেরা ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। কেননা আহমদ বেগের মৃত্যু তাহাদের হৃদয়ে এক কম্পন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল, যেমন মানুষের স্বভাব এই যে, কঠোর হইতে কঠোরতর মানুষ নিদর্শন দেখার পর নিশ্চয় ভীত হইয়া পড়ে। অতএব, তাহাকেও অবকাশ দেওয়া জরুরী ছিল। সুতরাং এই সকল আপত্তি অজ্ঞতা, দৃষ্টিহীনতা ও বিদ্বেষ-প্রসূত। ইহা ন্যায়-নিষ্ঠা ও সত্যান্বেষণ হইতে উদ্ভূত নয়। যে ব্যক্তির হস্তে অদ্যাবধি দশ লক্ষের অধিক নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে, যদি কোন অজ্ঞ এবং কুধারণা পোষণকারী দুই একটি ভবিষ্যদ্বাণী অনুধাবন করিতে না পারে তবে কি ইহাতে এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছান যায় যে ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক নহে? আমি এই কথা নিশ্চিত ওয়াদাসহ লিখিতেছি যে, যদি কোন বিরুদ্ধবাদী, সে খৃষ্টানই হউক বা তথাকথিত মুসলমানই হউক, যদি সে প্রমাণ করিতে পারে যে আমার ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের মোকাবেলায় যিনি আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন বলিয়া মনে করা হয়, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সুস্পষ্টতা এবং বিশ্বাস ও স্বচ্ছতার মাপকাঠিতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাহা হইলে আমি তাহাকে নগদ এক হাজার টাকা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু প্রমাণ করার এই পদ্ধতি হইবে না যে, সে কুরআন শরীফ পেশ করিয়া বলিবে যে, কুরআন করীম হযরত ঈসা (আঃ)-কে নবী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, অথবা তাঁহাকে নবী সাব্যস্ত করিয়াছে। কেননা এইভাবেত আমিও জোরের সহিত দাবী করিতেছি যে কুরআন শরীফ আমার সত্যতার সাক্ষী। সমগ্র কুরআন শরীফে কোথাও "ইসু" শব্দটী নাই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে منكم (অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হইতে—অনুবাদক) শব্দটি মওজুদ রহিয়াছে এবং আরও অনেক লক্ষণ মওজুদ রহিয়াছে। বরং এ স্থলে আমার বলার উদ্দেশ্য কেবল ইহাই যে, কুরআন শরীফের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবলমাত্র আমার ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের এবং ইসুর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের উপর আদালতের সাধারণ অনুসন্ধানের রীতিতে দৃষ্টিপাত করা হউক এবং দেখা যাক যে, এই দুই ব্যক্তির কোন্ কোন্ ভবিষ্যদ্বাণী অথবা তাহাদের অধিকাংশ বুদ্ধির বিচারে পরিপূর্ণ সচ্ছতায় সহিত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং কোন্‌গুলি এই গুণগত মানের সহিত পূর্ণ হয় নাই। অর্থাৎ এই অনুসন্ধান ও মোকাবেলা এইভাবে হওয়া উচিত যে, যদি কোন ব্যক্তি কুরআন শরীফের অস্বীকারকারী হয়, তথাপি সে ও যেন রায় দিতে পারে প্রমাণের জোর কোন্ দিকে রহিয়াছে।

(হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর "তাযকিরাতুশ শাহাদাতায়ন" গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

অনুবাদক :—নাজির আহমদ ভুঁইয়া

জুমু'আর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

[২২শে মার্চ, ১৯৮৫ ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফযলে প্রদত্ত]

সরকার প্রণীত তথাকথিত শ্বেতপত্র মিথ্যা ও প্রতারণার একটি প্রতীক।

যে রোগের ব্যবস্থাপত্র আঁ-হুযূর (সাঃ) প্রদান করিয়াছেন তাহা অনিবার্যভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। আজ না হয় কাল তোমাদের বংশধরেরা ইহা গ্রহণ করিবে।

প্রতিকারের একটিই পথ রহিয়াছে। তাহা হইতেছে এই যে, ঐ প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে গ্রহণ করিতে হইবে, যাঁহাকে খোদা ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

যদি খোদার তরফ হইতে আগমনকারীকে গ্রহণ না কর তাহা হইলে চিরকালের জন্য তোমাদের অদৃষ্টে এক মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না।

তাশহুদ, তায়াউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর আকদাস (আইঃ) সূরা আল্-হাশরের ১৪ হইতে ১৬ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন।

لا انتم اشد رهبة فى صدورهم من الله ط ذلك بانهم قوم لا يفقهون - لايقاتلونكم جميعا الا فى قرى محصنة او من وراء جدر ط - باسهم بينهم شديد ط تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ط ذلك بانهم قوم لا يعقلون - كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ج ولهم عذاب اليم -

অর্থঃ— (হে মু'মেনগণ!) তোমাদের ভীতি এই (মোনাফেক) দের অন্তরে আল্লাহ্‌র চাইতেও অধিক। ইহা এই জন্য যে, ইহারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। তাহারা কখনো তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না, কিন্তু কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে এবং দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া। তাহাদের যুদ্ধ পরস্পরের মধ্যে প্রচণ্ড হইয়া থাকে। তুমি তাহাদিগকে এক জাতি মনে কর; কিন্তু তাহাদের হৃদয় বিচ্ছিন্ন। ইহা এই জন্য যে, তাহারা এইরূপ

সম্প্রদায় যাহাদের কাণ্ড জ্ঞান নাই। তাহাদের অবস্থা ঐ সকল (জাতির) ন্যায়, যাহারা তাহাদের অব্যবহিত পূর্বে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা নিজেদের কর্মের পরিণতি দেখিয়া লইয়াছে এবং তাহারা বেদনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করিয়াছে।" (অনুবাদক)।

মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত

হুযুর আকদাস (আইঃ) অতঃপর বলেন :—

আমি যে তিনটি আয়াতে করীমা তেলাওয়াত করিয়াছি তাহাদের মধ্যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার (সাঃ) সঙ্গীগণকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্-তা'লা বলেন :—

লা আনতুম আশাদ্দু রাহ্‌বাতান ফি সুদুরেহিম মিনাল্লাহে, তোমাদের ভীতি ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের উপর এত প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল যে, আল্লাহ্‌র ভীতির তুলনায় তোমাদের ভীতি তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যালেকা বেয়ান্নাহুম কাওমুন লা ইয়াফকাহুন, ইহা এই জন্য যে ইহারা এইরূপ সম্প্রদায় যাহাদের জ্ঞান গরীমা নাই। তাহাদের মধ্যে 'তাফাক্কাহু' (জ্ঞান)-এর শক্তি নাই। তোমাদের সহিত ইহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করে না বা করিবে না। কিন্তু কুর্‌রাম মুহাম্মানাতেন, ইহারা সুরক্ষিত শহরে খুব যুদ্ধ করিতে পারে, যেখানে ইহাদের নিজেদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা রহিয়াছে। কিন্তু সরাসরি মোকাবেলা করার ইহাদের শক্তি নাই। আও মিনওয়ারায়ে জুদুর, অথবা প্রাচীরের পশ্চাতে থাকিয়া ইহারা যুদ্ধ করিতে পারে। বায়াসহুম বাইনাহুম শাদীদ, তাহাদের নিজেদের মধ্যকার যুদ্ধ খুবই তীব্র হইয়া থাকে। তোমরা ইহাদিগকে 'জামিয়ান' মনে কর যে, তাহারা ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু কুলুবুহুম শাত্তা, ইহাদের হৃদয় বিচ্ছিন্ন। যালেকা বেয়ান্নাহুম কাওমুন লা ইয়াকেলুন, ইহা এই জন্য যে, ইহারা এইরূপ একটি সম্প্রদায়, যাহাদের কোন জ্ঞান নাই। ইহারা ঐ ধরণের লোক, যাহারা ইহাদের পূর্বে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের বিদায়ের ব্যাপারটি বেশী পূর্বের নয়। জাকু ওবালা আমরেহিম, ইহারা ইহাদের মন্দ কাজের স্বাদ আস্বাদন করিয়াছে। ওয়ালাহুম, আযাবুন আলীম, এবং ইহাদের জন্যও এক বেদনাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।

অর্থ ও তত্ত্বের এক জগত

এই আয়াত সমূহের অনুবাদ বাহ্যতঃ এক সাধারণ জ্ঞানের অনুবাদ এবং এইগুলির মধ্যে এইরূপ কোন কথা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, ইহাদের পশ্চাতে অনেক বড় তত্ত্বজ্ঞান রহিয়াছে, যাহা সম্বন্ধে মানুষ চিন্তা করিলে অন্য কোন অর্থও পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু বাহ্যতঃ কুরআন করীমের প্রত্যেকটি আয়াত যতই সাধারণ জ্ঞানের মনে হউক না কেন, মানুষ-যখন ইহাদের অভ্যন্তরে ডুব দেয় তখন অর্থ ও তত্ত্বের এক জগত উন্মুক্ত হইয়া যায়। গভীর পানির উপরিভাগের ন্যায় কোন কোন সময় কুরআন করীমের আয়াত নীরবে চলে এবং প্রত্যেক আয়াতে করীমার পশ্চাতে অর্থের যে জগত লুকায়িত থাকে তাহা পাঠকের দৃষ্টি-

গোচর হয় না। বস্তুতঃ প্রথম আয়াতে কোন কোন অদ্ভুত দাবী করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলা যে তাহাদের উপর তোমাদের প্রভাব রহিয়াছে — বাহ্যিকভাবে ইহা অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। কেননা যাঁহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের গোলামীতে নিবেদিত ছিল। তাঁহাদিগকে এত দুর্বল মনে করা হইতেছিল এবং এত শক্তিহীন ও অসহায় মনে করা হইতেছিল যে, যদু মধুও এই সম্মানিত ব্যাক্তিগণের অবমাননা ও অসম্মানে লিপ্ত হইয়া পড়িত। গলির তুচ্ছ ও নগণ্য বালকেরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার গোলামগণের উপর পাথর নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং অশ্লীল ভাষার তীর ছুঁড়িয়াছিল। তাঁহাদিগকে মাতৃভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল এবং বিতাড়িত করা সত্বেও তাঁহাদের পশ্চাৎ ত্যাগ করে নাই। তাহারা মুসলমানদের উপর কঠোর আক্রমণ করিতে থাকে। এতদসত্বেও বলা হইতেছে, লা আনতুম আশাদ্দু রাহ্‌বাতান ফি সুদুরেহিম, তোমাদের বিরুদ্ধবাদীরা তোমাদিগকে এত ভয় করে যে আল্লাহ্‌কেও তাহারা এত ভয় করে না। তোমাদের ভয়ের মোকাবেলায় খোদার ভয়কে তাহারা ভুলিয়া যায়। প্রশ্ন হইল এই যে, ইহা কিরূপ ভীতি? এই ভীতি প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিজয়ের ভীতি। ইহা বাহ্যিকভাবে জাগতিক শ্রেষ্ঠত্বের ভীতি নহে। ইহা ঐ শক্তির ভীতি, যাহা যুক্তি-প্রমাণের সহিত সম্পৃক্ত এবং যুক্তি-প্রমাণের সহিত জীবিত হয় এবং যুক্তি-প্রমাণে ছাইয়া যাওয়ার শক্তি ধারণ করে। বস্তুত: প্রতিটি সত্যে দুশমন এই ভয়ই করিয়া থাকে। তাহারা এতখানি ভীত হয় যে, এই ভীতির মোকাবেলায় খোদার ভীতিও তাহাদের হৃদয়ে থাকে না।

সুতরাং এইরূপ মানুষ যাহারা সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, বিরুদ্ধবাদীরা তাহাদের সকল যুক্তি-প্রমাণ ভুলিয়া যায় এবং খোদা-ভীতি বিসর্জন দিয়া ও তাক্‌ওয়া শূন্য হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। মোকাবেলার এই ধরণ বলিয়া দেয় যে, তাহাদের মধ্যে খোদা-ভীতিই নাই। যদি খোদা-ভীতি থাকিত তাহা হইলে কেন তাহারা হীণ অস্ত্র ব্যবহার করে, কেন তাহারা ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয় এবং কেন তাহারা মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে? সুতরাং তাহারা ঐ শক্তিকে ভয় করে, যাহা নিজের সত্বায় উদ্ভাসিত হইয়া তাহাদের নিকট ধরা দেয়। বাহ্যতঃ সাময়িকভাবে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের এত অসাধারণ শক্তি থাকেনা যে তাহাদিগকে বিরুদ্ধবাদীরা হামলা করিবে না, তাহাদিগকে দাবানোর চেষ্টা করিবে না এবং তাহাদের উপর যুলুম-নির্যাতন করিবে না। যদি তাহাদের মধ্যে এইরূপ ভীতি না থাকিত তাহা হইলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার গোলামদিগকে হামলা করার ইহাদের কি প্রয়োজন ছিল?

আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে কাপুরুষোচিত হামলা:

অতএব, এই ভীতি সত্য-মিথ্যার মধ্যে ঐ প্রভেদকারী ভীতি এবং ঐ যুক্তি-প্রমাণের ভীতি, যাহা ইসলাম নিজের সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। ইহা ঐরূপ ভীতি যেরূপভাবে

অন্ধকার আলোকে ভয় করে। উষার প্রথম আলো দেখিয়াও রাত্রি ভয় পায়। রাত্রির হৃদয় জানে উষার প্রথম আলো তাহাকে গিলিয়া ফেলিবে এবং এই পৃথিবী হইতে তাহার অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করিয়া দিবে। বস্তুতঃ সত্যের দুশমনদের মধ্যেও এই ধরণের ভীতি থাকে। অতঃপর, তাহারা যে হামলা করে উহার পদ্ধতির মধ্যেও ঐ ভীতি বিদ্যমান থাকে এবং তাহা প্রকাশ্যে পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আহ্‌মদীয়া জামা'তের উপর বর্তমানে যে যুলুম-নির্যাতন করা হইতেছে ইহার মধ্যেও এই দিকটি রহিয়াছে। দ্বিতীয় দিকটিও রহিয়াছে, যাহা এই আয়াতে করীমায় 'লা ইয়ুকাতেলুনাকুম জামিয়ান ইল্লা ফি কুরাম্মু হাস্‌সানাতেন' বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সুরক্ষিত প্রাচীর ঘেরা শহরে বসিয়া ইহারা তোমাদের উপর হামলা করিতেছে। এইরূপ দেশে তাহারা হামলা করিতেছে যেখানে তাহারা জানে যে পাল্টা হামলা করা সম্ভব হইবে না। এইরূপ দেশ হইতে তাহারা হামলা করিতেছে, যেখানে তাহারা জানে যে বাহ্যিকভাবে জাগতিক শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে এবং তাহারা সরকারের হেফাযতে বসিয়া আছে। মুক্ত-স্বাধীন দেশে তোমাদের মোকাবেলা করিতে গেলে তাহাদের প্রাণ বাহির হইয়া যায় এবং তোমাদিগকে দেখিয়া তাহারা সেই স্থান হইতে পলায়ন করে। কুরআন করীম কিরূপ মহান কথা বর্ণনা করিয়াছে এবং কিরূপ মনস্তাত্ত্বিক রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছে এবং বলিয়াছে যে, তাহাদের তর্কের পদ্ধতি তোমাদিগকে বলিয়া দিবে, তাহারা কাপুরুষ। আহ্‌মদীয়া জামা'তের বই-পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা, তাহাদের উপর হামলা করিতে থাকা এবং অন্যদিকে তাহাদিগকে কথা বলার অনুমতি না দেওয়া, ইহা ঐ কাহিনী যাহা কুরআন করীমে এইভাবে বলা হইয়াছে 'লা ইয়ুকাতেলুনাকুম জামিয়ান ইল্লা ফি কুররাম মুহাস্‌সানাতেন আও মিন ওয়ারায়ে জুদুরান', তাহারা জাগতিক শক্তির যে প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছে উহার পিছনে থাকিয়া তাহারা আক্রমণ করে। তাহাদের এই নীতি কেবলমাত্র এক ক্ষেত্রেই দেখা যায় না; সকল ক্ষেত্রেই তাহাদের এই একই নীতি পরিদৃষ্ট হয়। তাহাদের এই নীতি কোন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি এড়ায় না, পৃথিবীতে বর্তমানে বড় বড় শক্তি ইসলামের দুশমনীতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ইহার ফলে ইসলাম কয়েক ধরণের বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। কিন্তু আহ্‌মদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের সুরক্ষিত দুর্গে বসিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র কথাই বলিতে পারে। কিন্তু বাহির হইয়া ইসলাম-দুশমন শক্তিগুলির মোকাবেলা করার, তাহাদিগকে পিষিয়া দেওয়ার, তাহাদিগকে চ্যালেঞ্জ দেওয়ার, বা তাহাদের আওতায় আসিয়া তাহাদের মোকাবেলা করার শক্তি ও সামর্থ্য ইহাদের নাই। এই শক্তি ও সামর্থ্য কাহারা লাভ করিতেছে? ইহা আমি আপনাদিগকে পরে বলিব। (ক্রমশঃ)

[লণ্ডন হইতে এডিশনাল নাযারত, এশায়াত ও ওকালত তসনীফ কর্তৃক ১৯৮৫ সনের সেপ্টেম্বরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত]

অনুবাদ : নাজির আহ্‌মদ ভূঁইয়া

মসীহার জন্যে—

ছয়

কত শত শতাব্দীর সূর্যের আহবে
আধ্যাত্মিক, জাগতিক, অনন্ত বৈভবে
জিন্দীগির সোনালী ফর্মান
'শোন ঐ ঘোষিছে আসমান।
সমাগত সে মসীহা।' আজি
শান্তির অভিবাদনে ফুল্ল প্রীত
আন্দোলিত এ সৃজন রাজি।
মানুষ তো প্রতারণা করে জানি মানুষের সাথে
মানুষ তো মিথ্যা দাবী করিতেও পারে!
কিন্তু, সে তো চন্দ্রে সূর্যে গ্রহণ লাগাতে
পারে না কখনও। তাই, তার সত্যতারে
সত্যায়িত করিবারে অগণিত তারার পতন
চন্দ্র আর সূর্যের গ্রহণ
সময়ের তীর্থ হিন্দু মাহে রমযান
করে গেছে তর্কাতীত ঐশী সাক্ষ্যদান।
তারই শুভ্র পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার কিরণ
জগৎ ভরিয়া ঝরে — উদ্ভাসিত পৃথিবীর মন।
তারই শুভ্র বারতায় যমীন মুখর
মুখর অরণ্য গিরি দিগন্ত প্রান্তর,
অতল সাগরে জাগে মুক্তার কাঁপন,
ধূসর মরুতে নব তৃণের স্বপন,
স্রোতস্বিনী গাহে তারই গান।
সাঁঝের নেকাব তোলে তারকারা স্নিগ্ধ সম্ভাষণে
নম্রনেত্রে আগামীর ঘ্রাণ।
বর্ষীয়ান বিশ্ব চরাচরে
নবীনের স্মিত শিহরণে।
সবুজের সমারোহ ঝরে
ঘুমের নিবিড় নীড়ে উষ্ণতার পরে
গানের পাখির চোখে প্রভাতের আলোগান ঝরে।

আলোকের গভীর আশার
চিরায়ত জীবনের সে নকীব ডাক দিল তার।
আসমানেরা তারে মেনে নিল,
উচ্চকিত যামানা দেখিল
সকল পার্থিব আর সব পারত্রিক
ত্রাণের প্রতীক
সমাগত। আর
সে নকীব সূর্য-অঙ্গীকার
নাজাতের—
মাগফেরাতের—
চির-বিকাশের
দূত সর্বশ্রুত
পূত প্রতিশ্রুত
সত্যের,
প্রেমের,
সাম্যের,
মঙ্গলের,
সমৃদ্ধির,
প্রগতির,
আনন্দের,
ঐশী-মিলনের।
আজি প্রেরিত সে মসীহার,
(অযুত সালাম তার 'পরে)।
পবিত্র-করণ শক্তি—'কুওতে কুদ্‌সীয়ার'
ঐশী রুদ্র শরাঘাতে শতাব্দীর প্রান্তরে প্রান্তরে
প্রাগৈতিহাসিক
শূকর নিহত;
এবং লৌকিক
সব ঈশ্বরেরা অপসৃত।
ফিরিশ্‌তারা আকাশে আকাশে তারই ঘোষিছে বিজয়,
ঘোষিছে অযুত কণ্ঠে তারই বরাভয়।
চিরন্তন ফিরদাউসের উচ্চতম দিগন্তের 'পরে
তারই শত প্রার্থনার অশ্রুবিন্দু আলো হয়ে ঝরে।
তারই পুণ্য জ্যোতির প্রপাতে
পৃথিবীর প্রভাতে প্রভাতে
ভাঙ্গে শত বিভ্রান্তির হতাশার ঘুম
দয়িত আত্মার কণ্ঠে উচ্চারিত হাইয়্যুন কাইয়্যুম।

—শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় ও প্রতিকার

আগমন ও অনুগমন

দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক—মানব জীবনের এ তিনটি প্রধান দিক। এগুলোর পরিপূর্ণ বিকাশ ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের ওপর তার জীবনের সফলতা বা স্বার্থকতা নির্ভর করে। অন্যান্য প্রাণীর বেলায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্মেষ আছে বলে বুঝা যায় না। তাই তাদের জীবন ধারায় নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার কোন স্থান নেই। স্বভাবতঃই মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ে আক্রান্ত হয় না। উল্লেখ্য অ-খাদ্য কু-খাদ্য, নেশা জাতীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার দ্বারা যেমন মানুষ নিজের ক্ষতি সাধন করে থাকে তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধন তথা ধর্মের নামে প্রচলিত নানা ভ্রান্ত বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, কুপ্রথা কুঅভ্যাস প্রভৃতি পালন করেও সে নিজেকে অবক্ষয়ের নিম্নতম পর্যায়ে ঠেলে দেয়। তাছাড়া এসবের সাথে দুনিয়াবি হীন স্বার্থ উদ্ধারের চক্রান্ত তো আছেই।

স্রষ্টা সব প্রাণীর বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা করেছেন। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষের দৈহিক প্রয়োজনাদি মিটাবার ব্যবস্থা করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। নবী রসূল পাঠিয়ে তাঁদের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাবারও ব্যবস্থা করেছেন। এ ব্যবস্থা বা বিধান কেন এভাবে না করে অন্যভাবে করা হয় নি এ প্রশ্ন অবান্তর। কেননা আমাদের দৈহিক প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থাদি নিয়েও এরূপ প্রশ্ন বেহুদা। আল্লাহ্ প্রয়োজন মিটাবার যে ব্যবস্থাদি করেছেন তা মেনে নিয়ে নিষ্ঠার সাথে ওসব কাজে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ। আল্লাহ্ হযরত আদম (আঃ) হতেই নবীদের আগমন কার্যকর করে চলেছেন। হযরত মুহাম্মদ সাঃ-কে বিশ্ব নবীরূপে প্রেরণ করার পূর্বে দেশ, এলাকা, বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর প্রয়োজনের ভিত্তিতে নবী-রসূল প্রেরিত হয়েছেন।

এটা আল্লাহ্র এক চিরাচরিত বিধান যে যখনই আদম সন্তানেরা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের দ্বারা জীবনের অপচয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে, নিজেরা এ ভয়ানক অবস্থা হতে উদ্ধারের পথ খুঁজে পাচ্ছে না, তখনই অসীম করুণার আধার আল্লাহ্ তাঁর সেরা সৃষ্টির হেদায়াত তথা সঠিক পথের সন্ধান দিতে ও পথে আসার আহ্বান জানাতে নবী রসূল তথা বাণী বাহক প্রেরণ করেছেন। মানব জাতির দীর্ঘ ইতিহাসে এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নি।

প্রেরিত পুরুষ তথা নবী রসূলের আগমন সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা স্মরণ রাখলে মানবজাতি বহু বিভ্রান্তি হতে রক্ষা পেতে পারে। প্রথম ও প্রধান বিষয় হলো: তাঁরা মানুষের ঘরেই জন্ম নেন এবং মানব সমাজেই লালিত পালিত হন। তাঁদেরকে এমন কোন বিচিত্রভাবে প্রেরণ করা হয় না যা সাথে সাথে সমসাময়িক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বা তাঁরা সহজেই 'প্রেরিত' বলে চিহ্নিত হয়ে পড়েন। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত হওয়া বা নাযেল হওয়াকে নবী রসূলরূপে 'নিয়োজিত' হন বল্লে বোধ হয় আমাদের জন্য বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজতর হতে পারে। এ নিয়োগকে মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম প্রেরিত পুরুষের নিজকেই নিজে গ্রহণ করতে হয়। যেমন সুরা বাকারার ২৮৬ আয়াতে বলা হয়েছে: তার প্রতি পালকের কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে রসূল তার ওপর বিশ্বাস করে, আর বিশ্বাসীরাও। এ বিশ্বাসের তাৎপর্য দাঁড়ায়, নবী তাঁর নিয়োগকে সর্বপ্রথম গ্রহণ করেন এবং তাঁর অনুরাগীরাও তা মেনে নেন। এভাবে ঈমান আনার পর নবী আর নিজের ইচ্ছায় পরিচালিত হন না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছায় পরিণত হয়। নবীর অনুগামীরাও সাধ্যমত তা-ই করেন। বয়আত গ্রহণ দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে মু'মেনের জামা'তভুক্ত হওয়ার জন্য যেন 'জয়েনিং রিপোর্ট' দেওয়া হয়। অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র মাহাত্ম্যের অধিকারী হয়ে নবীর আগমনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো তিনি শুধু আল্লাহ্‌র প্রদত্ত শিক্ষা ও আদর্শের বাহক ও প্রচারকই নন বরং তিনি ওসবকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে [এজন্যে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে] বাস্তবায়নের মহান ও সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'তও সর্বপ্রকার ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে তা করে যান। যে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য তা হলো, কোন শিক্ষা যত মহান হউক না কেন—জীবনে এর রূপায়ন সম্ভব না হলে বা রূপায়নের পথ-পন্থা জানা না থাকলে ঐ শিক্ষা তেমন কোন সামাজিক মূল্য রাখে না। ঐ শিক্ষা আলাপ আলোচনার মাঝেই সীমিত থেকে যায়। প্রবল প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও নবীর জামা'ত—যত দিন তাঁর প্রকৃত অনুগামী থাকে—ততদিন তরক্কী করতে থাকে। অপরদিকে তাদের আদর্শচ্যুতিই তাদের অবক্ষয়ের প্রধান হেতু হয়ে দাঁড়ায় এবং পুনরায় নবীর আগমনের অবস্থা সৃষ্টি করে। একেও আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধান বলা যেতে পারে।

আল্লাহ্ কোন নবীর এমন কি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (যাঁকে রাহমাতুল্লিল আলামীন ও খাতামান্নাবীঈন উপাধিতে ভূষিত করেছেন) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মারফত একথা জানান নি যে তাঁর উম্মতের কখনও পতন হবে না। বরং প্রত্যেক নবীই তাঁর নিজের উম্মতকে পতনের হাত হতে বাঁচার জন্য আল্লাহ্ হতে প্রাপ্ত সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। কুরআনের বহু আয়াতে তা রয়েছে। তবে সুরা ফাতেহার শেষ দু'টো আয়াত এ বিষয়ে উল্লেখের দাবী রাখে। বিষয়টি সম্বন্ধে একটু গভীর ও নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে নবী আসার দ্বার কখনও রুদ্ধ হতে পারে না যদি না মানুষের পাপ করার দ্বার রুদ্ধ হয়। তবে নবীর

আগমন স্থগিত থাকতে পারে যদি মানুষ প্রকৃত তথা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের অধীনে থেকে সৎপথে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হেদায়াতের ওপর কায়েম থাকে। অন্য কথায় বলা যায় মানুষের কাছেই নবীর আগমন স্থগিত রাখার রহস্য নিহিত রয়েছে। এ রহস্য হলো তার সৎ তথা সীরাতুল মুস্তাকীমে চলা ও পথ-ভ্রষ্ট বা অভিশপ্তদের পথ হতে দূরে থাকা। অবশ্য এর অর্থ এরূপ করা ভুল হবে যে, নবীর আগমন রুদ্ধ করার নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে সৎপথে চলতে হবে। বরং স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ্‌কে পাওয়াও মানব জীবনের সার্থকতার জন্য তাঁরই প্রদত্ত পথে চলতে হবে। এখানে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসংগিক হবে না যে, কোন নবীর দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার বড় রহস্যও মানুষের মাঝে নিহিত রয়েছে। এটি হলো যখনই আল্লাহ্‌র তরফ হতে কোন নবীর আগমন হয়েছে তখনই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে তাঁর প্রবল বিরোধিতা হবে এবং তা সত্বেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'ত ক্রমাগত উন্নতি করতে থাকবে এবং বিরোধীদেরকে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করতে হবে। বাস্তবেও তা-ই হয়ে আসছে। নবীর এই ভবিষ্যদ্বাণীকে ব্যর্থ করে দিয়ে মানুষ তাঁর দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে। অর্থাৎ—নবীর দাবীর বিরোধিতা না করে মানুষ জোর গলায় বলতে পারে তোমার এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি। কিন্তু মানুষ এ সহজ পথে না গিয়ে বার বার (১ লক্ষ ২৪ হাজার বার) বিরোধিতার দ্বারা নবীর ভবিষ্যদ্বাণীকে অকাট্যভাবে সত্যরূপে প্রমাণ করেছে। এর কারণ তাদের বিপথগামিতাই নবীর আগমনের হেতু হওয়ায় তারা নবীর চরম বিরোধিতা না করে থাকতে পারে নি, কখনও তা পারবে বলে মনে হয় না।

অতীতের কোন বিপ্লবাত্মক ঘটনাকে সাধারণতঃ এবং স্বভাবতঃই দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়াদি যাতে সমাজ অভ্যস্থ হয়ে পড়ে তা দ্বারাই বিচার ও মূল্যায়ন করা হয়। তবে তা অন্যভাবেও করা যেতে পারে যেমন যে পটভূমিতে ঘটনাটি ঘটেছিল যদি তা তখন না ঘটতো তবে অবস্থা কি দাঁড়াতো। যদি না ঘটতো ধরে নিয়ে বিচার করলে যা ঘটেছে এর মূল্যায়নের অনেক বিষয় আরো স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। আমরা এই দৃষ্টিভংগীতে বিবেচনার প্রয়াশ নেবো, যদি আরবে তখন হুযূর (সাঃ)-এর 'আগমন' না হতো তবে অবস্থা কি দাঁড়াতো ? বিষয়টি নিয়ে বহু কথা বলা যেতে পারে। শত শত পৃষ্ঠার বই লেখা যেতে পারে। আমরা আলোচনা সাধামত সংক্ষিপ্ত রাখতে চেষ্টা করবো।

প্রথমেই বিনা দ্বিধায় যে কথাটি বলা চলে তা হলো 'আগমন' না হলে 'অনুগমনের' কোন প্রশ্নই ওঠতো না এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার 'সংগ্রাম' ও এর বিরোধিতার' অবস্থার সৃষ্টি হতো না।

'আগমন' 'অনুগমন' সংগ্রাম' ও 'বিরোধিতা' এসবকে ভিত্তি করেই তখনকার আরব-বাসীদের (বিশেষ করে মক্কা ও মদিনাবাসীদের) ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে অচিন্ত্যনীয় পরিবর্তন (যাকে মহা পরিবর্তন বলা হয়) দেখা দেয়। বিবেচ্য বিষয় হলো, যাঁর দ্বারা এ পরিবর্তন

সূচিত ও সম্পন্ন হলো তিনি দীর্ঘদিন অর্থাৎ ৪০ বৎসরকাল অত্যন্ত সুনামের সাথে ঐ সমাজে বসবাস করেছেন। এমন কি স্বেচ্ছায় জনগণ কর্তৃক 'আল আমীন' এই সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন! কা'বা গৃহের কালো পাথর স্বস্থানে রাখা সংক্রান্ত সমস্যার প্রশংসনীয় সমাধান দ্বারা তিনি মানুষের মনে অনুকূল দাগ কেটেছেন ও অজস্র প্রশংসা কুড়িয়েছেন এবং মারাত্মক রক্তক্ষয়ী অবস্থাকে আনন্দের ফোয়ারায় রূপান্তরিত করেছেন—এসব ঘটনা তো অস্বীকার করার উপায় নেই, কেউ তা করেও না। এসব সত্বেও তখন পর্যন্ত হযরত (সাঃ) দ্বারা বিরাট কোন পরিবর্তনের সূচনাই হয় নি। কথা না বাড়ায়ে বলা যায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক নবুওয়াত প্রাপ্তিই পরবর্তী সব পরিবর্তনের উৎস ও আরম্ভ। তখন তাঁর আগমন না হলে ঐ উৎস হতে আরবেরা বঞ্চিত হতো। এই বঞ্চনার ফলে তারা হয়ত আগেকার লাঞ্ছিত জীবনের বোঝাই বহন করে চলতো। তাই নবুওয়াতকে যত গভীর ও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যাবে ঐ মহাপরিবর্তনের রূপ ও তাৎপর্য ততই স্পষ্টভাবে ধরা দিবে।

প্রথমে ব্যষ্টি জীবনের উদাহরণ নেওয়া যাক। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে নয়, পরেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক। কেননা ইসলাম হুযুর (সাঃ)-এর নিজস্ব চিন্তা প্রসূত বা আবিষ্কৃত কোন আদর্শ বা শিক্ষা নয়। তা হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত শিক্ষা ও আদর্শ। তাই আল্লাহ্ তাঁকে যখন যতটুকু জানিয়েছেন তিনি তখন ততটুকুই সামগ্রিক সত্তা ও চূড়ান্ত আন্তরিকতা দিয়ে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া অন্যদেরকে জানিয়েছেন বুঝিয়েছে। গ্রহণের আহ্বানও জানিয়েছেন। যারা হুযুর (সাঃ)-এর উপর আল্লাহ্ কর্তৃক 'প্রেরিত' বলে ঈমান এনেছেন--তাঁরাই ঐ আদর্শ ও শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এজন্য তাঁরা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করার কোন প্রচেষ্টাই বাকী রাখেন নি। ফলে তাঁরা বিশ্ব সভ্যতার অগ্রগতিতে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আছেন। অথচ তাঁরা কোন বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণাগারে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ছিলেন না। হুযুর (সাঃ)-এর শিক্ষা; আদর্শ ও সর্বোপরি সাহচর্য্য তাঁদের জীবন বিকাশের পথ খোলে দেয়। জীবন প্রকৃতি, সমাজ, ইতিহাস যা পাক কুরআনের মাধ্যমে তাঁদের কাছে উন্মোচিত হয় তাই ছিলো তাঁদের সিলেবাস। হুযুর (সাঃ)-এর আগমন না হলে তাঁরা অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এসবের বেড়াজাল ছিন্ন করার উপায় উপকরণ খোঁজে পেতেন না, খোঁজার চেষ্টা করতো কি না তাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এখানেই শেষ নয়। তাঁরা নিজেদের অফুরন্ত গঠনমূলক শক্তি সামর্থ্যেরই শুধু সন্ধান পান নি বরং উপলব্ধি করতে পারলেন যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যকে আল্লাহ্-প্রদত্ত শিক্ষা ও আদর্শের মাধ্যমেই বিকশিত করতে হয়। যারা তা করে না বা যারা ঐ পথে বাধা সৃষ্টি করে তাদের সব প্রচেষ্টা পরিণামে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়! নিজেরাও ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। রসূল করীম (সাঃ) এর সঠিক অনুগমন (অনুগমন অবশ্যই সঠিক হতে হবে—

নতুবা অনুগমনও ব্যর্থতার কারণ হয়ে পড়ে) হযরত আবুবকর, হযরত উমর, হযরত উসমান হযরত আলী ও আরো শতশত সাহাবা (রাঃ) জ্ঞানী, গুণী হিসাবে সময়ের সাগর পাড়ি দিয়ে বিশ্ববরেণ্য হলেন। অপরদিকে একই সময়ের, একই এলাকা ও একই পরিবেশের হয়েও নবীর মাধ্যমে প্রেরিত সত্যের বিরোধিতা করে আবু জাহল, আবুলাহাব ও এদের সাংগ পাংগরা ইতিহাসের কলংক বলে চিহ্নিত হল। প্রণিধানযোগ্য যে, হুযুর (সাঃ)-এর আগমন না হলে উপরোক্ত দু'দলের কোন দলই ইতিহাসে দুই বিপরীতমুখী তাৎপর্যবহ স্থান পেতো না। প্রথম দল হলো উজ্জলতায় ভূষিত, দ্বিতীয় দল হয়েছে হীনতায় কলংকিত।

এখানে যে বিষয়টির আলোচনা অপ্রাসংগিক হবে না তা হলো নবীর আগমনে মানুষের মাঝে কি ধরণের পরিবর্তন আসে তা স্পষ্ট না হলে নানা মেকি পরিবর্তনের ধূয়া তুলে দুনিয়াবী স্বার্থান্বেষীরা ধর্মের নামে লোভ লাভের ব্যবসাকে জমজমাট করে তুলতে পারে এবং তুলেছেও। এ বিষয়ে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, নবী রসূল মানুষের দৈহিক (অংগ প্রতংগের বা মেধার কম বেশী করতে) কোন পরিবর্তন করেন না করতে পারেন বলে দাবীও করেন না। তাঁরা মানুষের চিন্তাভাবনা, বিশ্বাসে আমূল পরিবর্তন আনেন। তাঁরা দৃষ্টি শক্তির নয় দৃষ্টি ভংগীর পরিবর্তন সাধন করেন। যার দ্বারা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন উজ্জীবিত ও আলোকিত হয়। এতে তাদের মাঝে প্রবলভাবে 'পবিত্রকরণ' প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর প্রসার ও প্রতিষ্ঠা সাধন দ্বারা তারা একটি সুন্দর সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গিয়ে সর্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ণ সহ্য করেন ও ত্যাগ তিতিক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে তাদের মাঝে জোর সাংগঠনিক প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। নবীর তিরোধানে খেলাফতে রাশেদার মাধ্যমে তা চালু থাকে। জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় তারা অগ্রগামীদের ভূমিকা পালন করে থাকেন তবে জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান সাধনা নয় বিজ্ঞানের প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনেই তারা জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনাকে সামগ্রিকভাবে সৃষ্টির বিশেষ করে মানব কল্যাণে ব্যবহারে ব্যস্ত থাকেন। তাদের সমগ্র সত্তায় (চিন্তন, কথন আচার আচরণ সব কিছুতেই) স্রষ্টার প্রতি নির্ভেজাল প্রেম ও সৃষ্টির প্রতি নিবিড় মমত্ববোধ প্রাধান্য পায়। এমন অবস্থায়ই হযরত উমর (রাঃ) বলেছিলেন—ফোরাতের কুলে একটি কুকুরও যদি না খেয়ে মরে, আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। ভেবে দেখুন হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর যদি আগমন না হতো বা হযরত উমর (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-কে না মানতেন তবে তিনি তো আরবের অজ্ঞতা, অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, কুপ্রথার নিগড়ে আটকে থাকতেন। তাঁর বিশ্বকল্যাণের এত ব্যাপক ও গভীর

অভিব্যক্তি ঘটতো কি? সব সাহাবাদের বেলাতেই কল্যাণবোধের প্রেরণা মেধা ও পরিবেশ অনুযায়ী জাগ্রত হয়েছিল। তাঁদের অনেকের উপরেই আল্লাহ্‌ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, অনেককে রসূল করীম (সাঃ) বেহেশ্‌তি বলেছেন। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি তথা মানব জীবনের বড় সার্থকতা আর কি হতে পারে। তা'ছাড়া তাঁদের অনেকেই তো এ দুনিয়াতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। রসূল করীম (সাঃ)-এর আগমন না হলে এরূপ হতো কি?

মোটামুটিভাবে কারা নবীর সঠিক অনুগামী বা কোন জামা'ত তাঁর জামা'তের স্থলাভিষিক্ত তা বলা হলো। এ সব বাস্তবমুখী কষ্টি পাথরকে অবজ্ঞা অবহেলা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পেঁৗছা যাবে না। বরং বিভ্রান্তির বেড়াজালে আটকা পড়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে পংগু করে ফেলা হবে। ধর্মজগতে এখন বিভ্রান্তেরই প্রাদুর্ভাব বা রাজত্ব বিরাজ করছে। এ যে কত রংগে কত ঢংগে দেখা দিয়েছে বলে শেষ করা যাবে না। এসব রং ঢং বিচার করতে না পারলে মুত্তাকী হওয়া দুরূহ।

এখন বিষয়টিকে আরো ব্যাপক ভিত্তিতে আলোচনা করা যাক। প্রথমে তৌহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ব প্রতিষ্ঠার কথা ধরা যাক। হুযূর (সাঃ)-এর আগমন না হলে আরব হয়ত এখনও শিরকের সাগরে নিমজ্জিত থাকতো, পবিত্র কাবা গৃহ আরো বেশী না হলেও ৩৬০টি মূর্তির আবাসস্থল থেকেই যেতো একথা বোধ হয় বিনা দ্বিধায় বলা চলে। এখানে দু'টো উদাহরণ নিলে আমাদের উপরোক্ত মন্তব্য স্পষ্টতর হবে। হুযূর (সাঃ) এর আবির্ভাবের সময়ে মক্কাতে 'হানিফ' অর্থাৎ একেশ্বরবাদী কিছু লোক ছিলেন। কিন্তু তাদের দ্বারা তৌহীদের ধ্যান ধারণা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। রাজা রাম মোহন রায়কে ভারতের সেরা সন্তানদের অন্যতম গণ্য করা হয়। কবি রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর তাঁর ব্যক্তিত্ব মেধা ও কর্ম প্রচেষ্টার ভূয়াসী প্রশংসা করেছেন। তাঁর একেশ্বরবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াশ কতটুকু ও কত সময়ের জন্য সফল হয়েছে তা বিবেচনা করলে দেখা যাবে সারা ভারত কেন তদানিন্তন বংগদেশ হতেও পৌত্তলিকতা বিদায় নেয়নি। তা'ছাড়া কয়েক প্রজন্মের পরই ব্রাহ্ম সমাজ নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। অপরদিকে পরবর্তীতে (হুযূর-সাঃ ও খোলাফায়ে রাশেদার পর এবং তৎপরও) মুসলমানদের যত অধঃপতনই হউক না কেন কাবা গৃহই নয় সমগ্র আরবেও পৌত্তলিকতা আর স্থান পায় নি। শ্রেষ্ঠতম নবীর আগমনের কারণেই এত বড় ও স্থায়ী সফলতা সম্ভবপর হয়েছে। কেননা নবী রসূল আল্লাহ্‌র বিশেষ শক্তির অধীনে কাজ করেন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, প্রবল হস্তী বাহিনী নিয়ে আবরাহা কাবাগৃহ দখল বা প্রয়োজনে ধ্বংস করতে এসে নিজেই বিনা রক্তপাতে ধ্বংস হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌ই কাবাগৃহের আসল রক্ষক। অপরদিক্ষে (হুযূর) সাঃ ও, যিনি মক্কা হতে আত্মগোপনে হিজরত

করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি বীর বেশে বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করেন ও তৎপর কাবাগৃহকে মূর্তিমুক্ত করেন। উলঙ্গ হয়ে এই পবিত্র গৃহের তাওয়াফ করার ঘৃণ্য প্রথাকে চিরতরে উচ্ছেদ করেন। সর্বোপরি হজব্রত পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র এই গৃহকে বিশ্ববাসীর মিলন তথা কল্যাণ কেন্দ্রে পরিণত করেন। তা'ছাড়া যথা সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরব ভূমিকেও স্থায়ী ভাবে পৌত্তলিকতার করাল গ্রাস হতে উদ্ধার করেন। হুযূর (সাঃ)-এর আগমনের মাধ্যমেই এসব সাধিত হয়েছে। নতুবা এসব ছিল কল্পনারও বাইরে। এসবের পেছনে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র হাত কাজ করেছে তা বুঝতে কঠিন হয় না।

তখনকার আরবের সামাজিক অবস্থা ও মানুষের মাঝে বিরাজিত সম্পর্ক নিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় মানুষ যেন গোষ্ঠি বা গোত্রগত বন্ধনে বন্দী ছিলো। এর ফলশ্রুতিতে তারা গোত্রগত হিংসা বিদ্বেষে ছিল জর্জরিত। সামান্য বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য দীর্ঘদিনের এক গোত্রের সাথে অন্য কোন গোত্রের চলতো হানা-হানি, রক্তা-রক্তি। রক্ত নিয়ে হোলি খেলায় তারা পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করতো। সৃষ্টির সেরা মানুষ বিবেক বুদ্ধিকে জীবন হতে বিদায় দিয়ে পাক কুরআনের ভাষায় 'আসফালা সাফেলীনে' পরিণত হয়েছিল। কুপ্রথার ভৃত্য হিসেবে তাদের অনেকে সদ্য প্রসূত নিজের কন্যাকে হত্যা করতো। তারাই উপলব্ধি করলো কন্যাদেরকে যত্ন করে মানুষ করলে বেহেশ্‌ত মিলে। আরো শিখলো মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত। কথা না বাড়ায়ে বলা যায় অদূর ভবিষ্যতে তাদের এ অবস্থা হতে কাটিয়ে উঠার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। রসূল করীম (সাঃ)-এর শুভাগমন তাদেরকে বৃহত্তর ও মহত্তর মানবতার সন্ধান দেয়। গোত্র, বর্ণ, দেশ, কাল এসবের বন্ধনকে অতিক্রম করে তাদের ভ্রাতৃত্ববোধ সমগ্র মানবজাতিকে আলিংগন করে। এ নিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে দু'টো উদাহরণের উল্লেখ করবো। মদীনায় হিজরতের পর মোহাজের ও আনসারদের মাঝে হুযূর (সাঃ) যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করলেন বিশ্ব ইতিহাসে তা নযীরবিহীন। তা'ছাড়া ভিন্ন ধর্মের লোকদের সাথেও বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় বসবাসের জন্য পরিবেশ সৃষ্টির বাস্তব-মুখী পন্থা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ আদম (আঃ) হতে শুরু করে আগত সকল নবীর উপর সমভাবে ঈমান আনার নির্দেশ দিয়ে কুরআন সমগ্র মানবজাতিকে এক পবিত্র সূত্রে বেঁধে ফেলেছে। আল্লাহ্‌ সব মানুষকে ভালবাসেন। সবার ভালাইর জন্য দুনিয়াতে নবী পাঠিয়েছেন। কেনইবা আমরা সবাইকে ভালবাসব না!

তখনকার আরবেরা নেশা করতে সব সীমা লংঘন করতো। কে কত মাতলামি করতে পারে তা ছিলো তাদের গর্বের বিষয়। কিন্তু কোথায় লুকালো সে নেশার জোয়ার।

হুযূর (সাঃ) তাদের মাঝে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রেম ও আনুগত্যকে এতো জীবন্ত ও উজ্জ্বল করে তুল্লেন যে নির্দেশ শুনা মাত্রই মদীনার রাস্তায় তাদের বিবর্জিত মদের স্রোত বয়ে গেলো। মরুর উত্তপ্ত বালুকা যেন সব চুষে নিলো। বিশ্ব ইতিহাসে নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হলো যে আদর্শের পরশ, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের মাধুর্য দিয়ে [যা হুযূর (সাঃ) নবুওয়াতের মাধ্যমে লাভ করেছিলেন] অচিন্ত্যনীয় সংস্কার সাধন করা যায়। হুযূর (সাঃ)-এর অনুপম আগমনই এমন অনুগামী সৃষ্টি করেছিলো।

আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আশা করি যে, বিষয়টি কারো দৃষ্টি এড়াবে না তা'হলো নবুওয়াতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে সৎ মানুষ ও সৎ সমাজ গড়ার জন্য এর চেয়ে কার্যকর উপাদান আর নেই। ইহাই সব অবক্ষয় রোধের নিশ্চিত ও পরীক্ষিত পথ। অন্য কথায় বলা যায় এ উপাদানকে অবজ্ঞা অবহেলা দ্বারা মুত্তাকী হওয়া যায় না বরং অবক্ষয়ের পথকেই প্রশস্ত করা হয়।

উপসংহারে বলতে চাই, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে অবক্ষয় মানবতাকে অক্টোপাসের মত আঁকড়ে ধরেছে—এর লক্ষণাবলীও তদানিন্তন আরবের অবক্ষয়েরই যেন বিশ্বসংস্করণ। কোন কোন দেশে পৌত্তলিকতার আধিপত্য চলেছে। বিভিন্ন জাতি তাঁদের মহাপুরুষকে স্রষ্টার স্থানে বসিয়ে পূজা করেছে। যে বুদ্ধ ভগবান সম্বন্ধে নীরব ছিলেন বলা হয়, তাঁকেই ভগবান বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ নবী পাঠান আর চূড়ান্ত অবক্ষয়ে আক্রান্ত মানুষ তাঁদেরকে 'খোদা' বানায়! তা'ছাড়া আরো কত যে বৈচিত্র ধরণের শিরক্ রয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে মানুষে মানুষে চলেছে রক্তের হোলি খেলা। নিষ্পাপ শিশুরাও এ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। পাশাপাশি দেশের মধ্যেও চলেছে একই খেলা। নেশার প্রসার মানবতাকে হাঁপিয়ে নকল ও জাল-ভেজালের চলেছে অবাধ রাজত্ব। যৌতুক ও এসিড নিক্ষেপের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে নারী জাতি। অশ্লীলতা মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। যৌন বিকার ভয়াবহ রোগ ব্যাধির এমনকি মৃত্যুর দূত সম 'এইডস' এর আকার হয়ে পড়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অহংকারে স্ফীত মানুষ এসব থেকে উদ্ধারের কোনই পথ খুঁজে পাচ্ছে না। পত্র পত্রিকায় এসব নিয়ে হরহামেশা লেখা হচ্ছে। বলা হচ্ছে সমাজ দ্রুত রসাতলে যাচ্ছে। কিন্তু অধোগতির স্রোত তো বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় মানবীয় প্রচেষ্টায় বিশেষ কিছু হয় না। তখন আল্লাহ্ স্বয়ং পথের সন্ধান দেন—প্রেরিত পুরুষের মারফত। আল্লাহ্ তৌফিক দিলে পরবর্তীতে আমরা এ নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনায় যাবো।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর, বাঃ আঃ আঃ

ইসলামের দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় কুদরতের (খেলাফত) কতিপয় ঝলক

বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

তৃতীয় খলীফা : হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহ্‌মদ সাহেব এম, এ. (অক্সন) (রাঃ)

খেলাফত কাল : ৮ই নভেম্বর, ১৯৬৫ ইং — ৯ই জুন, ১৯৮২ ইং

১৯৬৫

১২ই নভেম্বর : হুযূর (রাঃ) প্রথম জুমুআর খোৎবা প্রদান করেন।

১৮ই ডিসেম্বর : তিনি ঘোষণা করেন যেন কোন আহ্‌মদীকে রাত্রে অনাহারে না ঘুমাতে হয় এবং ইমামে ওয়াক্ত এর জন্যে দায়ী।

১৯-২১ ডিসেম্বর : হুযূরের (রাঃ) সময়কার প্রথম সালানা জলসা (উপস্থিতি ৮০,০০০)

২০ শে ডিসেম্বর : হুযূর (রাঃ) খোদ্দামকে তাদের (মটো) লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেন এই বলে—তেরী আজেযানা রাহে উসকো পসন্দ হ্যায় –"তোমার বিনয়ের পথ সমূহ তাঁর পসন্দ হয়েছে।"

২১ শে ডিসেম্বর : ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের ঘোষণা করে জামা'তকে ২৫ লক্ষ টাকার ফাণ্ড গঠন করার নির্দেশ দেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী "বাদশাহ্ তেরে কাপড়েঁ ছে বরকত ঢুণ্ডেঙ্গে"—বাদশাহ্ তোমার কাপড় থেকে বরকত অন্বেষণ করবে অনুযায়ী গ্যাম্বিয়ার গভর্ণর জেনারেল স্যার এম স্যাঙ্গাটে এই বছর হুযূরের (রাঃ) কাছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র কাপড় পাওয়ার আবেদন পেশ করেন, যা তাকে প্রদান করা হয়। লণ্ডন থেকে এই বছর "দি মুসলিম হেরাল্ড" পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়।

১৯৬৬

৪ঠা ফেব্রুয়ারী : হুযূর (রাঃ) জামা'তের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে কুরআন মজীদ শিখার তাহরীক করেন।

২৩শে ,, : হুযূর (রাঃ) পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য তাহরীক করেন।

১৮ই মার্চ : ওয়াকফে আরযীর তাহরীক করেন হুযুর আকদস (রাঃ)।

২৩শে এপ্রিল : তাহরীকে জাদীদের তৃতীয় দপ্তরের ঘোষণা করেন হুযুর আকদস (রাঃ)।

৬ই মে : ডেনমার্কে জামা'তে আহ্‌মদীয়ার প্রথম মসজিদের ভিত্তি কোপেনহেগেনে রাখেন হযরত সাহেবযাদা মির্যা মুবারক আহমদ সাহেব। কেবল আহ্‌মদী মেয়েদের চাঁদায়ই খোদার ফযলে এই মসজিদ নির্মিত হয়।

৫ই আগষ্ট : আঞ্জুমানে মুবীয়ান ও মুবীয়াত গঠনের তাহরীক করেন।

১৬ই আগষ্ট : ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের ভবনের ভিত্তি রাখা হয়।

৯ই সেপ্টেম্বর : রুসুম ও বিদাতের বিরুদ্ধে হুযুর (রাঃ) জিহাদ ঘোষণা করেন।

৭ই অক্টোবর : ৫০,০০০'০০ টাকার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আতফালের যিম্মায় দেবার ঘোষণা করেন।

২৮শে ,, মসজিদে আকসার ভিত্তি রাখা হয় রাবওয়ার পবিত্র ভূমিতে। এই বছর কেপ টাউন (দক্ষিণ আফ্রিকা) থেকে ষান্মাসিক পত্রিকা 'আল আসর' প্রকাশনা শুরু হয়।

এই বছর হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া মরকযীয়ার সদর নির্বাচিত হন।

১৯৬৭

হুযূর (রাঃ) ইউরোপ সফর করেন :-

৮-১০ জুলাই : পশ্চিম জার্মানী

১১-১৪ ,, সুইজারল্যাণ্ড

১৪-১৬ ,, হল্যাণ্ড

১৬-২০ ,, পশ্চিম জার্মানী

২২-২৬ ,, ডেনমার্ক, হুযূর (রাঃ) ২১শে জুলাই কোপেন হেগেনে "বায়তুন নুসরৎ" মসজিদের উদ্বোধন করেন।

২৮শে জুলাই : লণ্ডনের ওয়াণ্ডস ওয়ারথ টাউন হলে হুযূর (রাঃ) ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, যার মাধ্যমে তিনি পাশ্চাত্য জাতি সমূহকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। যদি তারা ইসলামের ছায়া তলে না আসে তাহলে তাদের এই তথাকথিত সভ্যতা অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

১২ই আগষ্ট : ইউরোপ সফর শেষে হুযুর (রাঃ) করাচী প্রত্যাবর্তন করেন।

২২ ,, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

২৬-২৮ ,, : ইন্দোনেশিয়ার জামা'তে আহ্‌মদীয়ার প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

হুযূরের (রাঃ) নিকট ইলহাম হয় "ম্যায় তিন্নু ইন্না দেঙ্গা কে তুঁ রাজ জাওয়েগা"—আমি তোমাকে এত দেব যে তুমি পরিতৃপ্ত হবে।

১৯৬৮

ফেব্রুয়ারী	:	কানাডার জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৫ই মার্চ	:	হুযুর তাসবীহ্ ; তাহমীদ ও দরূদ শরীফ পাঠের তাহরীক করেন।
২৮শে জুন	:	হুযুর (রাঃ) বেশী বেশী ইস্তেগফার পাঠের তাহরীক করেন।
১৪ই অক্টোবর	:	'এটমের' শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডাঃ আঃ সালামকে তাঁর অবদানের জন্য আমেরিকান ফাউণ্ডেশন কর্তৃক পুরস্কৃত করা হয়।
২৫শে অক্টোবর	:	হুযুর (রাঃ) তাহরীকে জাদীদের দ্বিতীয় দপ্তরের দায়িত্ব মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করেন।

১৯৬৯

মার্চ	:	লাইবেরীয়ার কেপ মাউন্ট এলাকায় প্রথম প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় জামা'তে আহ্‌মদীয়ার প্রচেষ্টায়।
মে	:	মোকাররম কামাল ইউসুফের মাধ্যমে আইসল্যাণ্ডে প্রথম ইসলামের তবলীগ পেঁৗছে।
১২ই সেপ্টেম্বর	:	হুযুর (রাঃ) করাচীর আহ্‌মদীয়া হলে সূরা বাকারার প্রথম ১৭ আয়াত মুখস্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন।

১৯৭০

১৮ই জানুয়ারী	:	হুযুর (রাঃ) রাবওয়াতে খেলাফত লাইব্রেরীর ইমারতের ভিত্তি রাখেন।
১২ই ফেব্রুয়ারী	:	হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সভাপতি নির্বাচিত হন।

হুযুরের (রাঃ) ইউরোপ এবং পূর্ব আফ্রিকা সফরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

৫ই এপ্রিল	:	সুইজারল্যাণ্ড
৯ই ,,	:	পশ্চিম জার্মানী
১১ই-১৮ই এপ্রিল	:	নাইজেরিয়া সফর
১৩ই এপ্রিল	:	নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
১৮-২৬ এপ্রিল	:	ঘানা সফর
২০শে এপ্রিল	:	ঘানার প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
২৭-২৯ এপ্রিল	:	আইভরিকোষ্ট সফর
২৯ এপ্রিল-১লা মে	:	লাইবেরিয়া সফর
২৯ শে এপ্রিল	:	লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট ট্যাবমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন হুযুর আকদস (রাঃ)
১লা-৫ই মে	:	গাম্বিয়া সফর

২রা মে : গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট দাউদ জাওয়ারার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৫-১৪ মে : **সিয়েরালিওন সফর**

৬ই মে : সিয়েরালিওনের প্রধান মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১০ই মে : 'বো' তে সিয়েরালিওনের কেন্দ্রীয় মসজিদের ভিত্তি রাখেন।

২৩ শে মে : লণ্ডনের 'মাহমুদ' হলের উদ্বোধন করেন হুযূর আকদস (রাঃ)।

২৪ শে মে : মসজিদ ফযল লণ্ডনে নূসরৎ জাহাঁ পরিকল্পনা ঘোষণা করেন হযরত সাহেব (রাঃ)।

২৫শে মে-১লা জুন : প্রথম বারের মত স্পেন সফর করেন হুযূর (রাঃ)।

১২ই জুন : রাবওয়াতে নূসরৎ জাহাঁ রিজার্ভ ফাণ্ডের তাহরীক করেন হুযূর (রাঃ)।

১৯শে জুন : হাদীকাতুল মুবাশ্বীরিন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন।

১২ই জুলাই : নূসরৎ জাহাঁ লীপ ফরওয়ার্ড স্কীমের তাহরীক করেন হুযূর আকদস (রাঃ)।

সেপ্টেম্বর : নূসরৎ জাহাঁ স্কীমের মাধ্যমে ঘানায় জামা'তের তরফ থেকে প্রথম সেকেণ্ডারী স্কুল।

১লা নভেম্বর : নূসরৎ জাহাঁ স্কীমের মাধ্যমে প্রথম মেডিক্যাল সেন্টার উদ্বোধন করা হয়।

১৯৭১

১৪ই মার্চ : জাকার্তার আহ্‌মদীয়া মসজিদের উদ্বোধন করা হয়।

১৬ই এপ্রিল : নূসরৎ জাহাঁ স্কীমের মাধ্যমে গাম্বিয়ায় প্রথম হেলথ্ সেন্টার, ১লা নভেম্বর, দ্বিতীয় হেলথ সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৪শে এপ্রিল : নুসরৎ জাহাঁ স্কীমের মাধ্যমে সিয়েরালিওনে প্রথম হেলথ সেন্টার, ৩রা জুলাই দ্বিতীয় হেলথ সেন্টার এবং ৩০শে জুলাই তৃতীয় হেলথ সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩রা অক্টোবর : হুযুর (রাঃ) রাবওয়াতে খেলাফত লাইব্রেরীর উদ্বোধন করেন। দেশের অবস্থা ভাল না থাকায় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়নি।

১৯৭২

জানুয়ারী : নূসরৎ জাহাঁ স্কীমের মাধ্যমে নাইজেরিয়াতে প্রথম হেলথ সেন্টার।

৩১ শে মার্চ : রাবওয়াতে হুযূর (রাঃ) মসজিদুল আকসার উদ্বোধন করেন।

সেপ্টেম্বর : ঘানায় চতুর্থ সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রতিষ্ঠা।

অক্টোবর : খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ইজতেমার প্রাক্কালে হুযূর (রাঃ) খোদ্দামের জন্য রুমালের নমুনা নির্ধারণ করে দেন।

১৯৭২

নভেম্বর : লাজনা এমাউল্লাহর তরফ থেকে কুরআন মজীদের প্রকাশের জন্য হুযূর (রাঃ)-এর নিকট ২লক্ষ রুপী পেশ করা হয়।

,, : পাকিস্তান সরকার জামা'ত কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে জাতীয়করণ করে।

১৯৭৩

২৬ শে জানুয়ারী : হুযূর (রাঃ) রাবওয়াকে সবুজ-শ্যামল করার জন্য ১০,০০০ বৃক্ষ রোপণের তাহ্‌রীক করেন।

৩০শে এপ্রিল : হুযূর (রাঃ) মজলিসে মুশাবেরাতের প্রাক্কালে সাইকেল ব্যবহারের তাহরীক করেন।

৪ঠা মে : হুযূর (রাঃ) আযাদ কাশ্মীর এসেম্বিলীর সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা করেন।

ডিসেম্বর : হুযূর (রাঃ) জলসা সালানার সময় শত বার্ষিকী জুবিলীর ঘোষণা করেন যা ১৯৮৯ সনে অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৭৪

জানুয়ারী : হুযূর (রাঃ) ইংরেজী শিক্ষিত ডাক্তার, শিক্ষক এবং প্রফেসরদের জীবন উৎসর্গের জন্য তাহরীক করেন।

ফেব্রুয়ারী : হুযূর (রাঃ) শত বার্ষিকী জুবিলীর রূহানী পরিকল্পনার ঘোষণা করেন (মসনুন দোয়া সমূহ সমেত)

২৯শে মে : রাবওয়া রেল ষ্টেশনে মুলতানের নিশ্‌তার কলেজের ছাত্রদের হাঙ্গামাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে আহ্‌মদী বিরোধী রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা শুরু হয়।

২৬শে আগষ্ট : দাহুমী প্রজাতন্ত্রের রাজধানী পর্টোনোভোতে প্রথম আহ্‌মদীয়া মসজিদের উদ্বোধন করা হয়।

৭ই সেপ্টেম্বর : পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি সংশোধনী বিল পাশের মাধ্যমে জামা'তে আহ্‌মদীয়াকে অমুসলমান ঘোষণা করে।

১০ই সেপ্টেম্বর : সিয়েরালিওনে প্রথম বারের মত আহ্‌মদীয়া গার্লস সেকেণ্ডারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২রা অক্টোবর : মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র গেষ্ট হাউসের (রাবওয়া) ভিত্তি রাখেন সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব।

৮ই ডিসেম্বর : ফিজি দ্বীপপুঞ্জের রাজধানীতে ফযলে উমর মসজিদ এবং মিশন হাউসের ভিত্তি রাখা হয়।

এই বছর উগাণ্ডা ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা ও তফসীর প্রকাশিত হয়। লাইবেরীয়াতে সেকেণ্ডারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় জামা'তে আহ্‌মদীয়ার তরফ থেকে।

১৯৭৫

এপ্রিল : নুসরৎ জাহাঁ স্কীমের মাধ্যমে নাইজেরিয়াতে পঞ্চম হেলথ সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৮-৩০শে মে : গাম্বিয়ার আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

মে : মিলা পালমে (তামিল নাড়ু) প্রথম মিশন হাউসের প্রতিষ্ঠা।

৫ই আগষ্ট—

২৯শে অক্টোবর : চিকিৎসা উপলক্ষ্যে হুযূর (আইঃ) ইউরোপ সফরে যান এবং ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যাণ্ড এবং সুইজারল্যাণ্ডও সফর করেন। এই সফরে ২৪ এবং ২৫শে আগষ্ট হুযূর (রাঃ) ইংল্যাণ্ড জামা'তের ১১তম সালানা জলসার উদ্বোধনী এবং সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। এই প্রথম ইংল্যাণ্ডের সালানা জলসায় খলীফায়ে ওয়াক্ত অংশ গ্রহণ করলেন।

হুযূর (রাঃ) সুইডেনের গোটেনবার্গে ২৭শে সেপ্টেম্বর জুবিলী পরিকল্পনার মাধ্যমে মসজিদে নাসের-এর ভিত্তি স্থাপন করেন।

৮ই অক্টোবর হুযূর (রাঃ) লণ্ডনে ঈদুল ফিতরের নামায পড়ান এবং লণ্ডনে ইমামে ওয়াক্তের ইহাই প্রথম ঈদের নামাযে ইমামতি।

২৮শে ডিসেম্বর : হুযূর (রাঃ) কুরআনের আদব এবং আখলাক সৃষ্টির জন্য জামা'তের প্রতিটি লোকের প্রতি জেহাদের আহ্বান জানান।

এই বছর স্পেনের জামা'তের প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৬

৪ঠা মার্চ : হুযূর (রাঃ) রাবওয়াতে সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার গেষ্ট হাউসের উদ্বোধন করেন।

২০শে জুলাই—

২০শে অক্টোবর : হুযূর (রাঃ)-এর আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপ সফর :

৬, ৭, ও ৮ই আগষ্ট আমেরিকার জামা'তে আহ্‌মদীয়ার ২৯তম জলসা সালানার উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দান করেন।

৩রা সেপ্টেম্বর : লাইবেরীয়াতে আহ্‌মদীয়া জামা'তের তরফ থেকে প্রথম হাই স্কুলের উদ্বোধন।

এই বছর নাইজেরিয়াতে ইউরোবা ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা প্রকাশিত হয়। কানাডা থেকে 'আহ্‌মদীয়া গেজেট' প্রকাশ হওয়া শুরু হয়।

১৯৭৭

জানুয়ারী : ইংল্যাণ্ডের হার্ডেজ ফিল্ডে আহ্‌মদীয়া মসজিদ-এর উদ্বোধন হয়।

৪ঠা এপ্রিল : তাঞ্জানিয়ার নেওলা প্রদেশে মিশন হাউসের প্রতিষ্ঠা।

২৯শে এপ্রিল : রৌপ্য জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ইংল্যাণ্ডের মহামান্যা রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথকে কুরআন মজীদের তোহ্‌ফা প্রদান করা হয়।

২১-২২শে মে : আমেরিকায় মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার প্রথম সালানা ইজতেমা।

মে : কানাডায় আহ্‌মদীয়া মসজিদের জন্য জমি ক্রয় এবং মিশন হাউসের প্রতিষ্ঠা।

১২ই জুলাই : শ্রীনগরে আহ্‌মদীয়া মসজিদের ভিত্তি স্থাপন।

১৯৭৮

২-৪ জুন : লণ্ডনে কাসরে সালীব কনফারেন্স। হুযুর (রাঃ) ৪ঠা জুন সমাপ্তি ভাষণ দেন। বৃটিশ কন্সাল অব চার্চকে আমন্ত্রণ এবং চ্যালেঞ্জ। হযুর (রাঃ) ২৫শে জুলাই নরওয়ে, ৩১শে জুলাই সুইডেন, ৩রা আগষ্ট ডেনমার্ক; ৮ই আগষ্ট পশ্চিম জার্মানী, ১৯শে আগষ্ট লণ্ডন যান এবং পরে ১১ই অক্টোবর রাবওয়া প্রত্যাবর্তন করেন।

২২শে জুলাই : শ্রীলংকার জামা'তের প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

২৮শে অক্টোবর : হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেবকে মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র সদর মনোনীত করেন হুযুর (রাঃ)।

এই বছর ইংল্যাণ্ডে মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র প্রথম সালানা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৯

১৬ই জানুয়ারী : ইরানের শাহেনশাহ-এর পতনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (সাঃ)-এর নিম্ন বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী আবারও পূর্ণ হল।

"তাজালজুল দর ইওয়ানে কিসরা ফাতাদ" অর্থ ইরানের রাজ তখতের উপর ভূমিকম্প।

৯ই মার্চ : স্পেনের কর্ডোভাতে কার্যকরী ভাবে মিশন খোলা হল।

২-৪শে জুলাই : ইন্দোনেশিয়ায় মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার প্রথম সালানা ইজতেমা অনুষ্ঠিত।

১০ই জুলাই : গাম্বিয়া থেকে মাসিক পত্রিকা 'ইসলাম' এর প্রকাশনা আরম্ভ হল।

৩রা সেপ্টেম্বর : জাপানের ইউকোহামাতে দ্বিতীয় মিশন খোলা হল।

১৫ই অক্টোবর : ডাঃ আব্দুস সালাম সাহেবকে নোবেল পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করা হল।

অক্টোবর : নাইজেরিয়া রেডিও থেকে 'ভয়েস অব ইসলাম' শীর্ষক কার্যক্রম প্রচার শুরু হয়।

২৪-২৫শে নভেম্বর : পশ্চিম জার্মানীর মজলিসে আনসারুল্লাহর প্রথম সালানা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

নভেম্বর : হংকং থেকে এক হাজার এবং আমেরিকা থেকে ২০ হাজার কুরআনের অনুবাদ ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়।

১০ই ডিসেম্বর : ডাঃ আব্দুস সালাম সাহেব নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

২৭শে ডিসেম্বর : বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জামা'তকে উচ্চতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে হুযূর (রাঃ) এক মহা পরিকল্পনার ঘোষণা করেন।

এ বছর ঘানা থেকে ইংরেজীতে ১০ হাজার কুরআন শরীফ প্রকাশিত হল। স্পেন এবং নরওয়েতে মসজিদের জন্যে জমি খরিদ করা হল। আমেরিকা থেকে ১০ লক্ষ কুরআন প্রকাশের একটি পরিকল্পনা নেয়া হল। শ্রীনগরের মসজিদের কাজ সম্পূর্ণ হল।

১৯৮০

১২ই জুন : হুযুর (রাঃ) মেধাশক্তি বৃদ্ধির জন্য সোয়াবিন এবং লেসেথিন ব্যাবহারের প্রসঙ্গে জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২৬শে জুন—২৬শে অক্টোবর হুযূর (রাঃ) বিদেশ সফর করেন:

১লা আগষ্ট : নরওয়ের অস্লোতে মসজিদে নূরের উদ্বোধন করেন।

২৪ শে আগষ্ট : ঘানার প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎকার।

২০ শে সেপ্টেম্বর : মানচেষ্টার এবং হার্ডেজফিল্ডের মিশনদ্বয় উদ্বোধন করেন।

২রা অক্টোবর : বেডফোর্ডে আহ্‌মদীয়া মিশনের উদ্বোধন করেন।

৯ই অক্টোবর : ৭০০ বছর পরে স্পেনের পেড্রোয়াবাদের প্রস্তাবিত 'মসজিদে বাশারতের' ভিত্তি রাখেন।

২রা নভেম্বর : চতুর্দশ শতাব্দী শেষে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হুযুর (রাঃ) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'—পবিত্র কলেমা প্রতি নামাযের বাদে ১১ বার করে পাঠের তাহ্‌রীক করেন।

১৯৮১

৬-৭ই জুন : নরওয়ে মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার প্রথম সালানা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

১৮ই সেপ্টেম্বর : হুযুর (রাঃ) বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য দোয়া এবং সদকার তাহরীক করেন।

৯ই অক্টোবর : টোকিওতে প্রথম মিশন হাউসের উদ্বোধন।

২৫ শে অক্টোবর : হুযুর (রাঃ) খোদ্দাম এবং লাজনার জন্য ক্রীড়া ক্লাব গঠনের তাহরীক করেন।

অক্টোবর : আক্রায় (ঘানা) নতুন মিশন হাউস খোলা হয়।

৭-৮ই নভেম্বর : ইন্দোনেশিয়ায় মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র প্রথম সালানা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

২৮শে নভেম্বর	:	সিয়েরালিওনে চতুর্থ আহ্‌মদীয়া স্কুল প্রতিষ্ঠা।
৩রা ডিসেম্বর	:	হুযুর (রাঃ)-এর বেগম সাহেবা সৈয়দা মনসুরা বেগম ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে·····রাজেউন)।
২৭শে ডিসেম্বর	:	হুযুর (রাঃ) জামা'তকে 'সিতারা আহ্‌মদীয়াত' প্রদান করেন।

১৯৮২

২৭শে ফেব্রুয়ারী	:	নাইজেরিয়াতে ৮ম আহ্‌মদীয়া স্কুলের ভিত্তি রাখা হয়।
ফেব্রুয়ারী	:	স্পেনিশ, ফ্রান্স এবং ইটালীয়ান ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা শুরু হয়।
২৩ মার্চ	:	হুযুর (রাঃ) শত বার্ষিকী জুবিলীর অফিস ইমারতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।
২৬-২৭শে মার্চ	:	হুযুর (রাঃ) তাঁর জীবনের শেষ এবং জামা'তে আহ্‌মদীয়ার ৬৩ তম মজলিসে শূরার উদ্বোধন করেন।
মার্চ	:	কাদীয়ান থেকে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার পত্রিকা 'মিশকাত' এর প্রকাশনা শুরু হয়।
১১ই এপ্রিল	:	হুযুর (রাঃ)-এর দ্বিতীয় বিবাহ সৈয়দা তাহেরা সিদ্দীকার সাথে অনুষ্ঠিত হয়।
২৫শে এপ্রিল	:	বৃটেনের মজলিসে আতফালুল আহ্‌মদীয়ার প্রথম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।
২১শে মে	:	হুযুর (রাঃ) জীবনের শেষ জুমুআ রাবওয়াতে আদায় করেন।
২৩শে মে	:	হুযুর (রাঃ) ইসলামাবাদ গমন করেন।
২৬শে মে	:	হুযুর (রাঃ) শেষ বারের মত হৃদযন্ত্রের রোগে রোগাক্রান্ত হন।
মে	:	সালসবারি (জিম্বাবুয়ে) মিশন হাউসের জন্য জমি ক্রয় করা হয়।
২রা জুন	:	আফ্রিকান দেশ টোগোতে প্রথম আহ্‌মদীয়া মসজিদ নির্মিত হয়।
৮-৯ই জুন	:	মধ্যবর্তী রাত্রে পৌণে একটার সময় হুযুর (রাঃ) ইসলামাবাদের বায়তুল ফযলে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে·····রাজেউন)

চতুর্থ খলীফাঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আইঃ)
খিলাফত কালঃ ১০ই জুন ১৯৮২ রোজ বৃহস্পতিবার থেকে···

১৯৮২

১০ই জুন	:	নব নির্বাচিত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাঃ)-এর জানাযার নামায পড়ান এবং বৈকাল ৫টায় তাঁকে বেহেশ্‌তি মকবেরায় দাফন করা হয়। এতে লক্ষাধিক আহ্‌মদী শামেল ছিলেন। বয়আত গ্রহণের পূর্বে হুযুর-এর ঐতিহাসিক ঘোষণার দু'একটি নিম্নে বর্ণিত হ'লঃ

(১) নাজাতের বিন্দু মাত্রও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর গোলামীর গণ্ডির বাইরে নাই।

(২) এই নিখিল বিশ্ব যতদিন স্থায়ী ও চলমান থাকবে ততদিন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শিক্ষা চলমান ও বলবৎ থাকবে।

১৮ই জুন : আমি সুসংবাদ দিতেছি যে, ভবিষ্যতে খেলাফত আর কখনও কোন শংকা বা সংকটের সম্মুখীন হবে না—হুযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আঃ)

২৮শে জুলাই : হুযুর (আইঃ) সকাল পাঁচটায় রাবওয়া ত্যাগ করেন স্পেনের নবনির্মিত মসজিদে বাশারতের উদ্বোধন এবং কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে ব্যাপক ইসলামের তবলীগ করার উদ্দেশ্যে।

১লা আগষ্ট—
৮ই আগষ্ট : নরওয়ের রাজধানী অস্‌লোতে পেঁছান। নরওয়ে জামা'ত আহ্‌মদীয়ার মজলিসে মোশাবেরাতে সভাপতিত্ব করেন।

১০ই সেপ্টেম্বর : হুযূর (আইঃ) কর্ডোভার অনতিদূরে পেড্রোয়াবাদে মসজিদে বাশারতের উদ্বোধন করেন। তিনি ঘোষণা করেন—ভবিষ্যত জগতের একমাত্র আশা হল ইসলাম।

হুযূর (আইঃ) সঠিক আয়ের উপর চাঁদার বাজেট প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশ দেন। ১০ই সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়া জামা'ত বিশেষ দোয়া এবং ঈদোৎসবরূপে পালন করে;

৫ই নভেম্বর : আনসারদের অবসরপ্রাপ্ত জীবন ওয়াকফ ও যুবকদের জীবন ওয়াকফের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং রসম, রেওয়াজ ও বিলাসিতার জীবন যাপনের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য হুযূর (আইঃ) ঈমান উদ্দীপক আহ্বান করেন।

৭ই নভেম্বর : শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলীর পূর্বেই একশত দেশে আহ্‌মদীয়াতের পতাকা উত্তোলন করার তাহরীক করেন হুযূর আকদস (আইঃ)। হুযূর (আইঃ) প্রত্যেক আহ্‌মদীকে তবলীগ করার নির্দেশ দেন।

১৫ই নভেম্বর : তাহরীকে জাদীদের নতুন বর্ষ ঘোষণার প্রাক্কালে হুযূর (আইঃ) বলেন (১) তাহরীকে জাদীদের ৩য় দপ্তরের দায়িত্ব ভবিষ্যতে লাজনা এমাউল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত থাকবে, (২) প্রথম ও দ্বিতীয় দপ্তরের পরলোকগত ব্যক্তিদের চাঁদা তাদের ওয়ারিশান সদা আদায়ের মাধ্যমে নিজেদের বুযুর্গদের চিরকালের জন্য জীবিত তথা অমর রাখতে পারেন।

২০শে নভেম্বর : নামাযের হেফাযতের জন্য হুযূর (আইঃ) বিশেষ তাকিদ প্রদান করেন।

২৬-২৮শে নভেম্বর : রাবওয়ার সালানা জলসায় প্রায় পৌনে তিন লক্ষ আহ্‌মদীর সমাবেশ।

পর্দা পালনের প্রতি হুযূর (আইঃ)-এর কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ। জুবিলীর পূর্বে ৫০০ ডেগ যোগাড় করার জন্য জামা'তের নিকট তাহরীক করেন।

১৯৮৩

২৮শে জানুয়ারী : সকল আহ্‌মদীকে দায়ী ইলাল্লাহ্ হওয়ার তাহ্‌রীক করেন হুযূর (আইঃ)।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী : দায়ী ইলাল্লাহ্‌র পদ্ধতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক খুৎবা দান করেন হুযূর আকদাস (আইঃ)।

এপ্রিল : ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সালের মধ্যে শতবার্ষিকী জুবিলীর ওয়াদার এক চতুর্থাংশ কমপক্ষে আদায় করার জন্য হুযুর (আইঃ) নির্দেশ দেন।

২১শে এপ্রিল : বা-জামা'ত নামাযের পাবন্দ হওয়ার জন্য বিশেষ তাহরীক করেন হুযূর (আইঃ)।

৩১শে মে : এক পয়গামের মাধ্যমে হুযূর (আইঃ) বাংলাদেশের প্রতিটি আহ্‌মদীকে দায়ী ইলাল্লাহ্ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

১২ই জুলাই : ধনীদেরকে হুযূর (আইঃ) নির্দেশ দেন যেন ঈদের দিনে গরীবদের মধ্যে তোহফা বন্টন করে তাদেরকেও ঈদের খুশীতে শামেল করেন।

৫ই আগষ্ট : হযরত মৌলানা আব্দুল মালেক খান (রহঃ) দীনি সফরে কসুরের উদ্দেশ্যে যাওয়ার প্রাক্কালে চুড়খানার নিকটে দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্না·····রাজেউন)

৮ই সেপ্টেম্বর—১৩ই অক্টোবর : হুযূর (আইঃ) দূর প্রাচ্যের ৪টি দেশ যথা সিঙ্গাপুর, ফিজি, অষ্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কা সফরে যান।

—ফিজিতে একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন, শুভাতে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ পেসিফিক-এ ভাষণ দান এবং তাভিনুনীতে ইন্টারন্যাশনাল ডেট লাইনে গমন করেন হুযূর (আইঃ)।

৩০শে সেপ্টেম্বর : অষ্টেলিয়ার সিডনী শহরের নিকটবর্তী বেক টাউনে আহ্‌মদীয়া মসজিদ 'আল বাইতুল হুদা' এবং ইসলাম প্রচার কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন হুযূর (আইঃ)।

১৪ই অক্টোবর : হুযূর (আইঃ) বলেন—আমি দেখিতেছি যে খুব শীঘ্র দুনিয়া দলে দলে আহ্‌মদীয়াতে দাখিল হইবে। উক্ত উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং তাসবীহ্, তাহমিদ ও ইস্তেগফারকে নিত্য সঙ্গী ও চির অভ্যাসে পরিণত করুন।

অক্টোবর : মোহতরম মাহমুদ আহমদ সাহেব (বাঙ্গালী)-কে হুযূর (আইঃ) আরও ২ বৎসরের জন্য খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া মরকযীয়ার সদর হিসাবে অনুমোদন দান করেন।

২১শে অক্টোবর : হুযূর (আইঃ) বলেন—ইসলামের বিজয়ের দিন নিকটে আসিয়া যাইতেছে এবং আমি উহার পদধ্বনী শুনিতে পাইতেছি।

৩১শে অক্টোবর : স্পেন জামা'তে আহ্‌মদীয়ার প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১১ই নভেম্বর : হুযূর (আইঃ) বইউতুল হাম্‌দ (গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ) পরিকল্পনাধীন এক কোটি টাকার মালী কুরবানীর তাহরীক করেন।

১৯৮৪

জানুয়ারী : নাইজেরিয়ান জামা'তে আহ্‌মদীয়া সালানা জলসায় ১০ সহস্রাধিক আহ্‌মদী যোগদান করেন। রেডিও ও টেলিভিশন ১১ বার সংবাদ প্রচার করে।

৩রা ফেব্রুয়ারী : হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ঘোষণা করেন—জামা'তে আহ্‌মদীয়া বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত ইসলামী শায়ারের হেফাযতের উদ্দেশ্যে প্রতিটি কুরবানীর জন্য প্রস্তুত আছে।

১লা এপ্রিল : হুযূর (আইঃ) ৬৫তম মজলিসে শূরার প্রাক্কালে জামা'তের সকলকে 'আওলিয়া আল্লাহ্‌তে' পরিণত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

৬ই এপ্রিল : হুযূর (আইঃ) তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সাথে সাথে জামা'তকে বিশেষ বিশেষ দোয়া বেশী বেশী পাঠ করার নির্দেশ দেন।

২৬ শে এপ্রিল : পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এক অর্ডিন্যান্স জারীর মাধ্যমে আহ্‌মদীদেরকে মুসলমান হিসাবে পরিচয় দেওয়া, আযান দেওয়া এবং ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

২৮শে এপ্রিল : হুযূর (আইঃ) রাবওয়াতে মসজিদে মোবারকে ইশার নামাযের পর এক বিশেষ ঐতিহাসিক ভাষণে জামা'তকে যে কোন অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দান করেন।

২৯শে এপ্রিল : হুযূর (আইঃ) সপরিবারে অলৌকিকভাবে লণ্ডনে চলে যান ইউরোপ এবং আফ্রিকার কতিপয় দেশে ব্যাপক তবলীগ করার উদ্দেশ্যে।

৩০শে এপ্রিল : হুযূর (আইঃ) লণ্ডনে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন এবং তাঁর পাকিস্তান ত্যাগ করার প্রেক্ষিতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন।

৪ঠা মে : হুযূর (আইঃ) সকল আহ্‌মদীকে 'মান আনসারী ইলাল্লাহ্' হওয়ার আহ্বান জানান।

১৬ মে : অন্যান্য অনেক সংস্থা ও রাজনৈতিক দলের মত লাহোর হাই কোর্ট বার এসোসিয়েশন ও কুখ্যাত অর্ডিনান্স-এর কঠোর প্রতিবাদ করেন।

১৮ই মে : হুযূর (আইঃ) জামা'তের সামনে ৭টি কর্মসূচী রাখেন। (১) দোয়ার তীব্রতা বাড়ানো (২) তবলীগ প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা (৩) পুস্তক প্রকাশনা

ও বিতরণ ব্যাপক ও ত্বরান্বিত করা (৪) বিভিন্ন ভাষায় পুস্তকাদি প্রকাশ করা। (৫) তবলীগের জন্য কেসেট ও ভি, সি, আর এর ব্যাপকতা সৃষ্টি করা। (৬) বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ। (৭) বৃটেন ও জার্মানীতে দুইটি কমপ্লেক্স করার নির্দেশ।

২৫শে মে : রাত্র ৯টার প্রোগ্রামে বি, বি, সি, হুযূর (আই:)-এর এক সাক্ষাৎকার প্রচার করে।

১লা জুন : আহ্‌মদী বিরোধী অর্ডিনান্সকে শরীয়াত সম্বন্ধীয় ফেডারেল আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়। রীট আবেদন দায়ের করেন এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান (বাঙ্গালী), মির্যা নাসীর আহমদ এ্যাডভোকেট ও রাবওয়া জামেয়া আহ্‌মদীয়ার লেকচারার হাফেয মুজাফফর আহমদ। হুযূর (আইঃ)-এর মে মাসের ঘোষণার পর পরই নুতন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে ১০ একর করে, ওয়াশিংটনে ৪৪ একর, ডেট্রয়েটে ৭ একর এবং লজ এঞ্জেলস-এ ৪ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে।

ডিসেম্বর : হুযূর (আই:) ইউরোপের কয়েকটি দেশ সফর করেন। কলেমার ব্যাজ ধারণের জন্য পাকিস্তানে ধর পাকড়া ও জেল নির্যাতন চলে।

১৯৮৫

১লা ফেব্রুয়ারী : হুযূর (আই:) পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত 'শ্বেত পত্রের' জবাব দেয়া শুরু করেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী : ট্রিনিদাদের সিপারিয়াতে একটি নতুন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

৪ঠা এপ্রিল : ইল্যাণ্ড জামা'ত জাতীয় তবলীগ দিবস পালন করে।

৫-৭ই এপ্রিল : ইংল্যাণ্ডের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদে ইংল্যাণ্ড জামা'তের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

৫-৭ ,, : গাম্বিয়া জামা'তে আহ্‌মদীয়ার ১০ম সালানা জলসা। গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্টকে কুরআন করীমের তোহ্‌ফা প্রদান করা হয়।

১৬ই মে : স্পেনে একটি বিশেষ রেডিও প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় জামা'তের পক্ষ থেকে।

৬ই জুন : বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার তরফ থেকে বাংলাদেশে ঘুর্ণিঝড়ে আক্রান্ত ভাইদের জন্যে প্রেসিডেন্ট রিলিফ ফাণ্ডে ২০ হাজার টাকা অনুদান। প্রকাশ থাকে যে এই খাতে লণ্ডন জামা'ত ও ১০০০ ষ্টার্লিং পাউণ্ড দান করে।

১লা সেপ্টেম্বর : হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব সকাল ৯টায় লাহোরে ইন্তেকাল করেন (ইন্না.....রাজেউন)।

৫ই সেপ্টেম্বর	:	লণ্ডন টাইমস পত্রিকায় হুযূর (আইঃ)-এর বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।
৯ই সেপ্টেম্বর	:	বি, বি, সি ও আই, টি, ভি এর অনুরোধে হুযূর আকদস (আইঃ) বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।
১১ই সেপ্টেম্বর	:	ঐতিহাসিক ইউরোপ সফরে বের হন হুযূর (আইঃ)।
১৩ই সেপ্টেম্বর	:	হল্যাণ্ডের নামসপিট-এ আহ্‌মদীয়া সেন্টারের উদ্বোধন করেন হুযূর (আইঃ)।
১৫ই সেপ্টেম্বর	:	বেলজিয়ামে ব্রাসেলস-এর নিকটে আহমদীয়া মুসলিম মিশন হাউসের উদ্বোধন করেন হুযূর (আইঃ)।
সেপ্টেম্বর	:	জার্মানীর কলুনে (COLOGNE) জামা'তের নতুন সেন্টার উদ্বোধন করেন হুযূর (আইঃ)।
অক্টোবর	:	ফ্রান্সে একটি নতুন প্রচার কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন হুযূর (আইঃ)
২৭শে ডিসেম্বর	:	হুযূর (আইঃ) ওয়াকফে জাদীদকে সারা দুনিয়ায় বিস্তৃত করার ঘোষণা করেন।
		হুযূর (আইঃ) সুইজারল্যাণ্ডে জুমুআর খোতবায় প্রত্যেক আহ্‌মদীকে ১ বৎসরে কমপক্ষে একজনকে বয়আত করার প্রতিজ্ঞা করার জন্য তাহরীক করেন।
ডিসেম্বর	:	দক্ষিণ আফ্রিকার সুপ্রিম কোর্টের রায়—আহ্‌মদীরা মুসলমান এবং তারা মসজিদে নামায আদায় এবং মুসলমানদের কবরে দাফন হওয়ার অধিকার রাখে।

১৯৮৬

জানুয়ারী	:	ব্রাজিল মিশনের জন্যে ১২ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে।
১৪ই মার্চ	:	হযূর (আইঃ) সৈয়্যদনা বেলাল ফাণ্ডের তাহ্‌রীক করেন।
২৮শে মার্চ	:	হুযূর (আইঃ) 'তৌসীয়ে মাকান ভারত'' ফাণ্ডে চাঁদা দেওয়ার তাহ্‌রীক করেন।
,,		মালী কুরবানী এবং নেযামে ওসীয়্যত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী প্রদান করেন হুযূর (আইঃ)।
২০শে জুলাই	:	আমেরিকার আরিজোনা অঞ্চলে এক লাখ পাউণ্ড ব্যয়ে অপর একটি মসজিদের ভিত্তি রাখেন মৌলানা শেখ মোবারক আহমদ সাহেব।
২৫-২৭শে জুলাই	:	ইংল্যাণ্ড জামা'তের সালানা জলসা। এতে ৫০টি দেশ থেকে প্রায় সাড়ে সাত হাজার প্রতিনিধির অংশ গ্রহণ।
৮ই আগষ্ট	:	হুযূর (আইঃ) বেশী বেশী সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা করার নির্দেশ দেন।

১৯৮৬

সেপ্টেম্বর	:	হুযূর (আইঃ) ২১দিন যাবৎ কানাডা সফর করেন।
১৪-১৫ই অক্টোবর	:	অষ্ট্রেলিয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ৩য় সালানা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।
১৭ই অক্টোবর	:	হুযূর (আইঃ) এলসেলভাডোর-এর এতিম শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ তাহরীক করেন।
২৫শে অক্টোবর	:	স্পেনে খোদ্দামের প্রথম সালানা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।
২৪-২৫ ,,	:	সিয়েরালিওন খোদ্দামের সালানা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।
২৪-২৬ অক্টোবর	:	ইউরোপীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার তৃতীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্টে।
নভেম্বর	:	সুরিনাম (দঃ আমেরিকা) জামা'তে আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮৭

২০শে জানুয়ারী	:	হুযূর (আইঃ) বর্তমান বৎসরের মধ্যে জুবিলী ফাণ্ডের ওয়াদা পূর্ণ আদায়ের জন্য নির্দেশ দেন।
৩রা এপ্রিল	:	আগামী দুই বৎসরের মধ্যে যে সন্তান হবে তাদেরকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াকফ করার জন্য হুযূর (আইঃ) তাহরীক করেন।
২৫শে এপ্রিল	:	পসন্দমত ধর্ম পালন ও অবাধ নির্বাচনের জন্য পাকিস্তানের প্রতি আমেরিকান সিনেট কমিটির আহ্বান।
২৭শে এপ্রিল	:	ব্রাহ্মণবাড়িয়া আহ্‌মদীয়া মসজিদে মোবারক উগ্রপন্থী মৌলবীদের দ্বারা অন্যায়ভাবে জবর দখল করা হয়।
১লা জুন-১২ই জুন	:	হুযূর (আইঃ) কতিপয় ইউরোপীয় দেশ সফর করেন এবং ব্যাপক তবলীগি তৎপরতায় অংশ নেন।
২২শে জুন	:	হুযূর (আইঃ) বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ন্যাশনাল আমীর পদে মৌলবী মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবকে মনোনীত করেন।
২০শে আগষ্ট	:	বাংলাদেশ জামা'তে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির ত্রাণ তহবিলে ২৫০০০/০০ টাকা প্রদান করা হয়।
১৮ই সেপ্টেম্বর	:	হুযূর (আইঃ) মসজিদ ফাণ্ড, বইউতুল হামদ ফাণ্ডে চাঁদার প্রসারতা এবং মালকানায় শুদ্ধি আন্দোলনের মোকাবেলার বিরুদ্ধে চাঁদা দেওয়ার জন্য তাহরীক করেন।

৫ই অক্টোবর : মোহতরম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব সাবেক ন্যাশনাল আমীর ৮৭ বছর বয়সে আহমদনগরে নিজ বাসভবনে সকাল ৯-৩৫ মিঃ ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে ·····রাজেউন)।

অক্টোবর : মানবাধিকার কমিশনের ৩৯তম অধিবেশনে ঘোষণা করা হয়েছে "পাকিস্তানে জেনারেল জিয়াউল হকের সরকার অধিকতর উৎসাহ নিয়ে হঠকারিতার সহিত ৪০ লক্ষ আহ্‌মদী মুসলমানের উপর এখনও যেভাবে নির্যাতন ও উৎপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে জাতিসংঘের ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে।"

১৯৮৮

১লা জানুয়ারী : হুযুর (আইঃ) জুমুআর নামাযের জন্য বিশেষ তাকিদ প্রদান করে খুৎবা প্রদান করেন। আহ্‌মদীয়া মুসলিম এসোসিয়েশন জুমুআর নামাযের জন্য মুসলমানদেরকে শুক্রবার ছুটি দানের জন্য বৃটিশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ফেব্রুয়ারী : হুযুর (আইঃ) আফ্রিকান দেশ, গাম্বিয়া, সিয়েরালিওন, লাইবেরীয়া আইভরিকোষ্ট, ঘানা ও নাইজেরীয়া সফর করেন এবং তবলীগের ময়দানে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী : মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া ৫০ বছর পূর্ণতা উপলক্ষ্যে গোল্ডেন জুবিলী পালন করে।

চয়ন ও উপস্থাপনায়—

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত ; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ্‌ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন, এবং তাহার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন ; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন।" ['আমাদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] —হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

আনসারুল্লাহ্ বার্তা

হায়, আমাদের আবদুল্লাহ !!

[ইন্নালিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহে রাজেউন]

রূহ্ তাঁহার উড়ে গেল প্রভুর দ্বারে, আহা !
স্মৃতি তবুও নিত্য জাগাবে কুরবানীর নমুনা !
ষষ্ঠ দশকের উর্দ্ধস্তরের বার্দ্ধক্যে আহ্মদীর দীনের খেদমত
আহ্মদীয়া জামা'তে একটি দীপ্ত উদাহরণ।

—নবীনগর, শাহ্বাজপুর নিবাসী এক পুলিশ অফিসারের পুত্র মোঃ আবদুল্লাহ্ আমাদের মরহুম ব্যারিষ্টার শামসুর রহমান সাহেবের ভগ্নীপতি ছিলেন।

—বৃটিশ আমলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-কালে ব্যারিষ্টার শামসুর রহমান সাহেব কলিকাতার শহরতলী দম্‌দমে পরিবার পরিজন সহ বসবাস করিতেন। সেই কালে মোঃ আবদুল্লাহ্ কলিকাতায় রেলওয়ে অফিসার ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক রবিবারে নব-দীক্ষিত আহ্মদী মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব বাচ্চাদেরকে লইয়া কলিকাতা হইতে দমদম ব্যারিষ্টার কুটীরে আসা যাওয়া করিতেন। আমিও প্রায়ই যাইতাম। সিলসিলার ইংরেজী পুস্তকাদি হইতে আলোচ্য বিষয় লইয়াই আলোচনা করা হইত। মোঃ আবদুল্লাহ্ হঠাৎ করিয়া সেখানে আসিতেন যাইতেন। পরস্পর পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যাইত না। বিশেষ করিয়া বৃটিশের সেই যুগে ধর্ম-ভীরুতা চরিত্রের দুর্বলতার পরিচায়ক ছিল।

—দেশ বিভাগ শঙ্কটকালে হিন্দু-মুসলমান প্রায় সকলেই প্রাণের ভয়ে পালাই, পালাই। এহেন দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া আল্লাহ্‌র আশ্রয় নেবার প্রবৃত্তি সকল মানুষেরই জাগে। সেই শঙ্কট মুহূর্তে মোঃ আবদুল্লাহ্ সৈয়দপুরে অবসর প্রাপ্ত এস, ডি, ও মৌঃ হোসামুদ্দিন হায়দর সাহেবের নিকট হইতে আহ্মদীয়াত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

—বাংলা দেশের জন্ম লগ্নে মোঃ আবদুল্লাহ চাকুরীর শেষ পর্যায়ে চিটাগাং রেলওয়েতে কর্মরত ছিলেন। সেখান হইতেই তিনি অবসরপ্রাপ্ত হন। তৎকালে আমাদের চিটাগাং আঞ্জুমানের প্রেসিডেন্ট মৌঃ গোলাম আহমদ খান সাহেবের নিত্য সংস্পর্শে আসিয়া মোঃ আবদুল্লাহ্ আহ্মদীয়াত সম্বন্ধে যথা-সম্ভব তামাম প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া শেষ সিদ্ধান্তে আসেন এবং এক শুভ মুহূর্তে বয়আত গ্রহণ করিয়া আল্লাহ্‌র সিলসিলায় দাখেল হন।

—তারপর আহ্মদীয়াতের আলোকে সুখের জীবন যাপনের কল্পনা লইয়া ঢাকা শহরে উপনীত হন এবং "কল্লোল কুটিরে" কিছুকাল অবস্থান করেন। সৌভাগ্যক্রমে মিরপুর পল্লবী এলাকায় নিজস্ব দ্বিতল বাটীতে স্থায়ী বাসিন্দা রূপে বসবাস করিতেন। এই বাসগৃহে তাঁহার রূহানী জিন্দেগীর উর্দ্ধগতিতে দ্রুত বেগে চলা শুরু হয়। দেখিতে দেখিতে অল্প কালের মধ্যেই মোঃ আবদুল্লাহ ঢাকা আঞ্জুমানে সিলসিলার প্রথম সাঁড়িতে পদ প্রাপ্ত হন। চাঁদা আদায়ে, বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণে, সিলসিলার উন্নতি বিধানে, যেকোন জরুরী ব্যবস্থার পরামর্শ সভায় মোঃ আবদুল্লাহ হুকুম-মাত্র হাজির বান্দা ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি ভূতপূর্ব ন্যাশনাল আমীর মৌঃ মোহাম্মদ সাহেবের যথাযোগ্য প্রিয় পাত্র ছিলেন।

—তাঁহার এক কন্যা লণ্ডনে স্থায়ী বাসিন্দা। সম্মানিত পিতা আবদুল্লাহ্ সাহেবের সু-চিকিৎসার জন্য মেয়ে-জামাই তাঁহাকে লণ্ডন যাওয়ার সু-পরামর্শ দেন। মোঃ আবদুল্লাহ্ বহু কাল হইতেই বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। হযরত ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমতি লইয়া স্বামী-স্ত্রী লণ্ডনে যাত্রা করেন। মেয়ের বাড়ীতে পেঁৗছিয়েই চিকিৎসা শুরু হয়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসাধীন—কিছু কালের মধ্যেই ডাক্তার অভিমত প্রকাশ করেন—রোগী এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত। জীবনের শেষ মুহূর্ত সন্নিকট। অনতিবিলম্বে দেশে ফিরিয়া যাওয়া অনিবার্য। আবদুল্লাহ্ সম্পূর্ণ হতাশার শিকার। তবুও সবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চেষ্টা করিয়া দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর লণ্ডন মসজিদে সাক্ষাৎ লাভ করেন। হুযুর (আইঃ) সম্যক হাল-হকিকত অবগত হন। দোয়া করেন, কিছু হোমিও-প্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া দেন, মনে চায় দেশে চলিয়া যান—বিশেষজ্ঞ ভবিষ্যৎ বক্তা নয়।

—কাল বিলম্ব না করিয়া মোঃ আবদুল্লাহ্ দেশে ফিরিয়া আসেন। অভিবাদন জানাতে গিয়া অবাক হইয়া গেলাম। অর্দ্ধপ্রাণ শিশুর মতন আবদুল্লাহ্‌র মুখে বাক্য সরে না। বিষয় কি? তিন চারিদিন অতিক্রান্ত হইয়া যাইবার পর তাঁরই মুখে শুনিলাম—অন্তরের গভীরে ছিল তের দিনের গণনা। আপদ কাটিয়া গেল। আল-হামদুলিল্লাহ্। বিশেষজ্ঞের শতর্কবাণী ভুল!

—খোদার বান্দা আবদুল্লাহ্‌র জীবনী-শক্তি সতেজ হইয়া উঠিল। সিলসিলার কার্যক্রম দ্বিগুণ উৎসাহে সম্পন্ন করিতে শুরু করিলেন। হযরত ন্যাশনাল আমীর সাহেব তাঁহাকে আরও উচ্চ উচ্চ দায়িত্বে বহাল করিলেন। প্রত্যহ আঞ্জুমানের কাজ হইতে বিরত হইয়া রাত্রির বেলায় ফিরিয়া আসিয়া খাকসারকে তাঁহার ইবাদতের হুজ্‌রায় ডাকিয়া লইয়া বা-জামাত নামায আদায়ের পর নীরবে মনের কথা প্রকাশ করিতেন: আচ্ছা মতীন ভাই—আমিত ইসলামের অ, আ ও জানিনা, শেষ কালে উপায় কি হইবে (?) তখনই বলতাম—ভুলিয়া যান এইসব বাজে কথা আসুন মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নযম পড়িয়া সুর ধরিয়া গান গাহি সব হকিকত এইখানেই পাইবেন! যথা

—"জু-কয়ীই উস্ এয়ার-কে ঘর-কা গাদা হো জায়েগা
শা-হীয়ে দী'-কা ওহি-ফরমা রাওয়া হো জায়েগা"

—বিগত চতুর্থ রমযান বৃহস্পতিবার মাগরিবের পর মোঃ আবদুল্লাহ্ দুনিয়া হইতে চির বিদায় নেন। ইন্নালিল্লাহে·····রাজেউন। পরদিন পঞ্চম রমযান শুক্রবার। হযরত ন্যাশনাল আমীর সাহেবের তৎপরতায় বাড়ীর আঙ্গিণাতেই নামাযে জানাযার সু-বন্দোবস্ত করা হয়। আঞ্জুমানের ইমামুস্‌সালাত মৌঃ সালেহ্ আহমদ অতি গভীর চিত্তে দোয়ায় দরদে নামাযে জানাযা সম্পন্ন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই জামা'তের বহু মুসল্লী জানাযায় শামেল হন। তারপর নিকটস্থ কবরস্থানে মরহুমের লাশ বা-কায়দা দাফন করা হয়। পরক্ষণেই ন্যাশনাল আমীর সাহেবের হুকুম মুতাবেক আলহাজ্ব চৌধুরী আবদুল মতীন দোয়ায়ে মাগফেরাত উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ সহ পাঠ করে দাফন ক্রিয়া খতম করেন।

—মরহুমের নেক-বখ্‌ত স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই পুত্র বধূ, স্বামী-গৃহে দুই কন্যা, নাতি নাতিন তাঁহার আদর্শে সদা অনুপ্রাণিত, আল্লাহ্‌র ফযলে জামা'তের কাজে অগ্রবর্তী।

—মোঃ আবদুল্লাহ্ বাস্তবতায় ছিলেন মানবতার প্রতীক হাম্‌দরদী মানব! তাঁহার মানবতা-বোধ হইতে বহু আত্মীয়-অনাত্মীয়, আহ্‌মদী গয়ের আহ্‌মদী ফায়দা উঠাইয়াছে। ইহাই ছিল তাঁহার তবলীগের এক দূরপাল্লার প্রেরণা।

—আলহাজ্ব চৌধুরী আবদুল মতীন

আপনার পত্র পেলাম বঙ্গানুবাদ নং ৪১৬৪

মোকাররম আমীর সাহেব, তাং ১৪-৫-৮৮

জামা'তে আহ্‌মদীয়া, ঢাকা

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

জনাব শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব প্রণীত "ইসলামী খেলাফতের গুরুত্ব ও বরকত" পুস্তক আমার হস্তগত হয়েছে। জাযাকুমুল্লাহ খায়রুল জাযা। এ বিষয়ের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা জামা'তের লোকদেরকে হৃদয়ঙ্গম করানো খুবই দরকার। এ পুস্তিকার এক এক কপি প্রশিক্ষনরত প্রত্যেক মুয়াল্লেমকে পাঠ করা উচিত।

আল্লাহ্‌তা'লা মোহতরম শাহ্‌ সাহেবকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং তাঁকে আরও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর পুস্তিকাদি প্রণয়ন করার তৌফিক দান করুন। ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার

আব্দুল ওয়াহেদ

নায়েব, নাযের, ইসলাহ ও ইরশাদ

বরাবর

মাননীয় সম্পাদক সাহেব,

পাক্ষিক আহ্‌মদী, ঢাকা

জনাব,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ও আলহাজ্জ মাওলানা আমিনুল ইসলাম কর্তৃক অনূদিত হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) প্রণীত নসরুত্‌তীব ফি যিকরিন্নাবিঈন হাবীব (সাঃ) পুস্তকের বঙ্গানুবাদ—'যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা' বইখানা পড়লাম। এর ২৩৯—২৪০ পৃষ্ঠায় নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি সংকলিত করা হয়েছে।

"হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ পাক একবার মূসা (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন ; তুমি বনি ইসরাঈলদের জানিয়ে দাও, যে ব্যক্তি আহ্‌মদ (সাঃ)-এর প্রতি অবিশ্বাসী অবস্থায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে যেই হোক আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। হযরত মূসা (আঃ) আরয করলেন,

আহ্‌মদ কে? আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন: হে মূসা! আমার ইযযত ও গৌরবের শপথ! আমি সমস্ত সৃষ্টিজগতের মধ্যে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত কাউকেই সৃষ্টি করিনি! আমি তাঁর নাম আরশের মধ্যে আমার নামের সাথে আসমান ও যমীন এবং চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টির বিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে লিপিবদ্ধ করেছি। আমার ইযযত ও গৌরবের শপথ! আমার সমস্ত মাখলুকের জন্য জান্নাত হারাম, যতক্ষণ মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর উম্মত জান্নাতে প্রবেশ না করবে। অতঃপর মূসা (আঃ) আরয করলেন: হে আল্লাহ্ আমাকে সেই উম্মতের নবী বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন: সেই উম্মতের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবে। মূসা (আঃ) পুনরায় আরয করলেন: তবে আমাকে সেই নবীর একজন উম্মত বানিয়ে দাও। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন: তুমি তার পূর্বেই নবীরূপেই আবির্ভূত হয়েছ আর সেই নবী তোমার পরে প্রেরিত হবেন। তবে জান্নাতে তাঁর সঙ্গে তোমাকে একত্রিত করে দেব।"

উপরোক্ত হাদীসের একটি বাক্যের প্রতি, যা আমি রেখাঙ্কিত করেছি, আমার দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষিত হয়েছে এবং আমার মনে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উন্মেষ ঘটেছে:

১। আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)-এর উপরোক্ত পবিত্র বাক্যের আলোকে কি একথা আমরা বিশ্বাস পোষণ করতে পারি যে, মুহম্মদী উম্মতের নবী এই উম্মতের মধ্য থেকেই হবেন?

২। অতীতের কোন নবী (যেমন সাধারণতঃ বিশ্বাস করা হয় যে, বনী ইসরাঈলী নবী হযরত ঈসা (আঃ) এই উম্মতের মধ্যে নাযিল হবেন) এই উম্মতে আবির্ভূত হলে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উপরোক্ত পবিত্র বাক্যের পরিপন্থী হয় না কি?

৩। উপরোক্ত হাদীসের আলোকে একথাও কি আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, পূর্ববর্তী কোন নবী পরবর্তী কোন নবীর উম্মত হয়ে আবির্ভূত হতে পারেন না?

৪। একথাও কি বিশ্বাস করা অন্যায় হবে যে, কোন নবী নবুওয়াতের মোকাম এবং মর্যাদা হতে বঞ্চিত হতে পারেন না?

মেহেরবানী করে আমার পত্র খানা আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় ছাপিয়ে বাধিত করবেন। যদি কোন শুভাকাঙ্খী আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দেয় তবে কৃতার্থ হবো। শুভেচ্ছান্তে।

ইতি

আপনার একান্ত

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

দারুল আমান পুরাতন বাজার, পটুয়াখালী

প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন : কা'বা কি ?

উত্তর : পৃথিবীর সব চাইতে প্রাচীন উপাসনা গৃহ হ'ল কা'বা গৃহ। আমরা বলতে পারি না যে, কে এবং কখন এই গৃহ নির্মাণ করে ছিলেন, তবে কুরআন পাঠে আমরা জানতে পারি যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ) এটাকে পুনর্গঠিত করেন। সারা দুনিয়ার মুসলমানগণ নামায পড়ার সময়ে কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়ায়।

প্র : একজন মুসলমানের জন্য কি কি খাওয়া নিষিদ্ধ?

উ : নীতিগতভাবে একজন মুসলমানের জন্য হালাল এবং তৈয়্যব (তৈয়্যব অর্থ রুচিকর, স্বাস্থ্য সম্মত ইত্যাদি) খাদ্য খাওয়া উচিত (সূরা বাকারাহ : ১৬৯ আয়াত) নিষিদ্ধ খাদ্য দ্রব্য হল : মৃত, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্য কিছুর নামে যা যবহ্ করা হয়েছে (সূরা বাকারাহ্ : ১৭৪ আয়াত মদ এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্যও নিষিদ্ধ। (সূরা বাকারাহ্ : ২২০ আয়াত)

প্র : হালাল খাদ্য বলতে কি বুঝ ?

উ : যে খাদ্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী তৈরী করা হয়।

প্র : তৈয়্যব খাদ্য বলতে কি বুঝ ?

উ : তৈয়্যব অর্থ উত্তম, খাঁটি, রুচিকর এবং যা কারও আধ্যাত্মিক এবং জড় দেহের জন্য ক্ষতিকর নহে।

প্র : একজন মুসলমানের সাথে আর একজন মুসলমানের দেখা হলে কি বলবে ?

উ : বলবে "আস্‌সালামু আলাইকুম' অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। উত্তরে অপর জন বলবে 'ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম' অর্থাৎ আপনার উপরেও শান্তি বর্ষিত হউক।

প্র : কোন কাজ শুরু করার আগে একজন মুসলমান কি দোয়া করে ?

উ : সে বলে "বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম অর্থাৎ অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

প্র : খাওয়া শেষ হলে কি দোয়া পাঠ করতে হয় ?

উ : দোয়াটি হল : 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতা'আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জা'আলনা মিনাল মুসলিমীন' অর্থাৎ সকল প্রসংশা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদিগকে খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন এবং আমাদিগকে মুসলমানদিগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্র : সালাম প্রসঙ্গে আঁ-হযরত (সাঃ) কি নির্দেশ দিয়েছেন ?

উ : আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন যে, তোমাকে যে সালাম দেওয়া হয় প্রতি উত্তরে তার চেয়ে উত্তম সালাম তুমি দাও। যেমন তোমাকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম বললে প্রতি উত্তরে তুমি

বলবে, ওয়া আলাইকুমু স্‌সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্‌, তোমাকে কেউ 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বললে তুমি বলবে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

প্র : এক মুসলমান অন্য মুসলমানের সাথে মোসাফাহ্‌ (হস্ত মিলানো) করলে কি বলতে হয়?

উ : বলতে হয়--ইয়াগ্‌ফিরলানা ওয়া লাকুম অর্থাৎ ক্ষমা আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্যও।

প্র : যখন আমরা কারও কাছ থেকে কোন তোহ্‌ফা (উপহার) পাই তখন কি বলব?

উ : "জাযাকুমুল্লাহ্‌ খাইরান" বলব, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

প্র : যখন আমরা কোন দুঃখ, মৃত্যু বা হারানোর খবর শুনি তখন কি বলব?

উ : আমরা বলব "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁর দিকেই আমরা ফিরে যাব।

প্র : হাঁচি দিলে আমরা কি বলব?

উ : হাঁচি দিলে আমরা বলব, আলহামদু লিল্লাহ্‌ অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

প্র : অন্যে হাঁচি দিলে আমরা কি বলব?

উ : আমরা বলব, "ইয়ার হামুকুমুল্লাহ্‌ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি রহম করুন।

প্র : মুসলমানদের উৎসব সমূহ কি কি?

উ : মুসলমানদের প্রধান উৎসব দুইটি; একটি ঈদুল ফিতরের উৎসব যা রমযানের এক মাস কঠোর সাধনার পরে আসে এবং অন্যটি ঈদুল আযহার উৎসব অর্থাৎ যবহ্‌র উৎসব। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর একমাত্র পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে তিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী করেছিলেন আল্লাহ্‌র হুকুমে এবং যবহ্‌ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাঁর এই স্মৃতিকে স্মরণ করেই প্রত্যেক বৎসর জিল হজ্ব মাসের ১০ তারিখে সারা দুনিয়ার মুসলমানগণ এই ঈদ পালন করে থাকেন।

প্র : যমযম কি?

উ : কা'বা ঘরের সন্নিকটে একটি ঐতিহাসিক কূপ। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর একমাত্র পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে এবং স্ত্রী হযরত হাজেরা (রাঃ)-কে আল্লাহ্‌র আদেশে মক্কার নিবিড় অরণ্যে সামান্য কিছু পানি এবং খাবারসহ রেখে যান। খাবার এবং পানীয় শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ্‌তা'লার কুদরতে শিশু ইসমাঈলের পায়ের নিকট থেকে একটি পানির ফোয়ার বের হয়। পরবর্তী কালে ইহা যমযমের কূপ নামে খ্যাত হয়। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগের ঘটনা যা আল্লাহ্‌তা'লার অসীম ক্ষমতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। হজ্জের সময় লক্ষ লক্ষ লোক এই কূপের পানি পান করে এবং দেশে বিদেশে তাবারক হিসাবে নিয়ে যায় কিন্তু এই পানির কমতি পড়ে না।

উপস্থাপনায়—নানা ভাই

প্রার্থনা

খোদা! তুমি সর্বশক্তিমান,
আমায় স্বাস্থ্য করো দান।
করতে তোমার যত কাম,
করতে তোমারই গুণগান।
বুঝতে পারি তোমার পয়গাম,
বুঝতে পারি পাক কুরআন।
পারি করতে নবীর (সাঃ) সুনাম,
বুঝাতে পারি ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) দান।
তোমার রাহে পারি দিতে ধন মান,
প্রয়োজনে পারি দিতে জান।
খোদা! তুমি বড়ই মেহেরবান,
তোমার রাহে না থাকে মান-অভিমান।

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

একটি প্রতিবেদন

আমাকে ৯ম মজলিসে শূরাতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক কর্মতৎপরতার উপর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। সার্বিক ভাবে বিভিন্ন দিক দিয়া অত্যন্ত জরুরী বিষয় নিয়াই আমি আপনাদের সামনে আমার জামা'তের (১) বর্তমান অবস্থা, (২) অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, (৩) তবলীগের ময়দানে আমাদের সদস্য/সদস্যাগণের অংশ গ্রহণ, (৪) দায়ী ইলাল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে সময়ের কুরবানী, (৫) প্রচার প্রকাশনা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে জামা'তে আহ্‌মদীয়ার দাবী সম্বন্ধে সঠিক তথ্য তুলে ধরা, (৬) রিস্তানাতার ব্যাপারে আমাদের তৎপরতা, (৭) জামা'তের অভ্যন্তরীণ সমাজ ব্যবস্থাতে সুন্দর ও সুখী জীবন ব্যবস্থা করা (৮) খেদমতে খালকে অংশ গ্রহণ, (৯ তালীম তরবীয়াত, ছোটদের কুরআন ক্লাশ, বা-জামা'ত নামাযের ব্যবস্থা এবং মজলিসের সভা, (১০) সর্বশেষ চাঁদা আদায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করিতেছি।

(১) জামা'তের বর্তমান অবস্থা বিশেষ করে মোখালেফাতজনিত কারণেঃ

বর্তমানে প্রকাশ্যে কোন মোখালেফাত হইতেছে না, কোন প্রকার বাঁধা-বিপত্তি দেখা যাইতেছে না, মনে হইতেছে মোখালেফগণ একটা বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করার চেষ্টায় রত আছে। খুব সতর্কতার সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার ফলাফলের দিকে তাকাইয়া আছে। তবে যে কোন সময় যে কোন স্থানে তীব্র আকারে মোখালেফাত হইতে পারে, এই জন্য আমাদের সদা সতর্ক থাকাই অবশ্য কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।

(২) অর্থনৈতিক পরিস্থিতিঃ

যদিও সার্বিক ভাবে বর্তমানে আমার জামা'তের সদস্যগণের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হইয়াছে তথাপি জামা'তের কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীর অবস্থার কোন পরিবর্তন এখনও সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই, বিশেষ করিয়া কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, যেমন—সর্ব জনাব আবদুল আজিজ খান, শিশু মিঞা, আবদুল ওয়াহাব মিঞা, লাল মিঞা, নুরুল আলম, ময়জুদ্দিন মিঞা, মাহতাব মিঞা, খন্দকার লাল মিঞা, হুমায়ুন মিঞা, এবং ডাঃ আনোয়ার হুসেন সাহেবের নাম উল্লেখযোগ্য। যদিও এই তালিকাতে আরও অনেক ছোট ছোট ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। অপরদিকে মোখালেফাতের দরুণ আমার জামা'তের নির্যাতীত, নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত, লুণ্ঠিত সদস্য/সদস্যাগণ যে একটা প্রকট অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত অবস্থাতে দিন কাটাইয়াছেন, বর্তমানে তাহাদের অনেকেই অক্লান্ত পরিশ্রম, ধৈর্য ও দৃঢ়তার মাধ্যমে নিজ নিজ পরিবারের অর্থনৈতিক সমস্যার কিছুটা সুরাহা করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাহারা এই ব্যাপারে অত্যন্ত উচ্চ মানের ঈমানের পরীক্ষাও দিয়াছেন। দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌ তাহা কবুল করেন।

(৩) তবলীগের ময়দানে সদস্য/সদস্যাগণের তৎপরতা ঃ

বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও উহার আশে পাশে প্রকাশ্যে তবলীগ করার বা ঐ ভাবে কোন সভা সমিতি করার সময় হয় নাই। তবে সার্বিক ভাবে জামা'তের বেশী সংখ্যক সদস্যই তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচীর মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত ভাবে তবলীগ করিয়া যাইতেছেন। এই কর্মকাণ্ড অত্যন্ত সীমিত ভাবে করা হইতেছে এবং এই ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সুধী বৃন্দ, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর মধ্যেই করা হইতেছে।

(৪) দায়ী ইলাল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে সময়ের কুরবানী প্রসঙ্গে ঃ

আমার জামা'তের কিছু সংখ্যক সদস্য/সদস্যা আছেন যাহারা এই বিষয়ে অত্যন্ত তৎপর। বিশেষ করিয়া সর্বজনাব আনু মিঞা খন্দকার, ডাঃ আনোয়ার হুসেন, শেখ আবদুল আলী, এ, এফ, এম ইসমাইল, আবদুল আজিজ খান, খন্দকার আঃ ওয়াহেদ, ফজলুর রহমান জাহাঙ্গীর, মোশাররফ হোসেন, মহসীন হোসেন, শিশু মিয়া, আবুল বরকত, ফরিদ আহমদ ও খাকসার এবং লাজনা এমাউল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, সকল সদস্য/সদস্যার দায়ী ইলাল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে যথেষ্ট কর্ম তৎপরতা রহিয়াছে এবং তাহারা সকলেই অত্যন্ত সতর্কতা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে এই কর্মসূচীকে আগাইয়া নিবার চেষ্টায় রত আছেন।

(৫) প্রচার প্রকাশনা ও ব্যক্তি পর্যায়ে জামা'তের দাবীকে তুলিয়া ধরা ঃ

এই পর্যন্ত বিশেষ করিয়া মোখালেফাতের সময় হইতে শুরু করিয়া জামা'তের যে সমস্ত তবলীগি পুস্তক, লিফলেট, ফোল্ডার ও বিরুদ্ধবাদীদের ঘৃণ্য প্রশ্নের জবাব ও তৎপরতার বিরুদ্ধে জামা'তের যে প্রচার ও প্রকাশনা রহিয়াছে উহার সবকিছু ব্যাপক ভাবে ঘরে ঘরে পেঁৗছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ে সর্ব জনাব ডাঃ আনোয়ার হোসেন, শেখ আঃ আলী, আনুমিঞা খন্দকার, ফরিদ আহমদ, আবুল বরকত, খাকসার ও আরো অনেকে বিশেষ মহলে উক্ত কর্ম কাণ্ডকে সাফল্যজনকভাবে সমাধা করিয়াছেন এবং ইহার একটা ভাল ফল ইতিমধ্যেই আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি।

(৬) জামা'তের অভ্যন্তরীণ সমাজ ব্যবস্থাতে সুন্দর ও সুখী জীবন ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টায় ঃ—

জামা'তের মধ্যে কিছু সংখ্যক পরিবারে দীর্ঘদিন ধরিয়া কিছু অসন্তোষ চলিয়া আসিতেছিল। আল্লাহ্‌র রহমতে ও ফযলে আমরা ঐরূপ ৪/৫টি জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া তাহাদের পরিবার ব্যবস্থায় সুন্দর ও সুখকর মীমাংসায় পেঁৗছাইতে পারিয়াছি এবং তাহারা এখন আনন্দিত। দোয়া করিবেন যেন তাহারা সুন্দর জীবন যাপনে সমর্থ হয়।

(৭) খেদমতে খালকে অংশ গ্রহণ ঃ—

জামা'তের কিছু সংখ্যক সদস্য / সদস্যা এই কর্মসূচীতে যে অবদান রাখিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আমার নাই। তবে আপনাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করিতেছি

যে, বিগত মোখালেফাতের সময় বিভিন্ন জামা'তের নিগৃহীত, নিষ্পেষিত, নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত সদস্য / সদস্যাগণের দেখা-শুনা করা ; স্থান দেওয়া, চিকিৎসা, সেবা করা এবং অতন্দ্র প্রহরীর মাধ্যমে তাহাদের হেফাযতে সদা নিয়োজিত থাকিয়া যাহারা তাহাদের সময়, অর্থ ও কর্ম দ্বারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থ সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহাদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করা আমি কর্তব্য বলিয়া মনে করি। এই মহান ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সর্ব জনাব খন্দকার আনু মিঞা মোহাম্মদ ইসমাইল, মরহুম আবদুল লতিফের ছেলেরা, নুরুল ইসলাম ঠাকুর ও তাহার মেয়েরা, হাজেরা বারী, আবদুল আলীম সাহেব, শেখ আবদুল আলী, শফিউল আলম বরকত, সৈয়দ সালেহ্ আহমদ ও আবুল হাশেমের নাম উল্লেখযোগ্য। তাহারা মোখালেফাতের সময় নির্ভিক-ভাবে জামা'তে আহ্‌মদীয়ার একজন সৈনিক হিসাবে যে কর্ম-তৎপরতার উদাহরণ রাখিয়াছেন তজ্জন্য যেন আল্লাহ্ তাহাদের উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন।

(৮) তালিম তরবীয়াত, কুরআন শিক্ষার তৎপরতা ও নামাযের ব্যবস্থা ঃ—

অত্র জামা'তের প্রতিকুল অবস্থা সত্বেও কেন্দ্রের বিশেষ অনুগ্রহের ফলশ্রুতিতে অত্র জামা'তের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের তিন হালকাতে বিভক্ত করিয়া তিনটা ক্লাশের মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচীকে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে আগাইয়া নিতে সক্ষম হইয়াছি। তাহাতে ছাত্র/ছাত্রীদের উপস্থিতিও অত্যন্ত সন্তোষজনক। মোখালেফজনিত কারণে এবং মসজিদ হাত ছাড়া হওয়াতে উপরোক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

জামা'তের মধ্যে বা-জামা'ত নামায এবং জুমুআর নামাযের ব্যবস্থা ও চার হালকাতে বিভক্ত করিয়া মৌড়াইল, উত্তর আহ্‌মদী পাড়ার দুই স্থানে এবং দক্ষিণ আহ্‌মদী পাড়াতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং নামাযে উপস্থিতিও অত্যন্ত সন্তোষজনক। পবিত্র রমযান মাসে জনাব ফরিদ আহমদ সাহেবের বাড়ীতে এবং মৌড়াইল মসজিদে দরসে-এ-কুরআন ও তারাবীর ব্যবস্থা এবং ঈদের জামা'তেরও ব্যবস্থা করা হয় এবং উপস্থিতি অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল।

অনুরূপভাবে জামা'তের বিভিন্ন সদস্যগণের বাড়ীতে গত ১২ মাসে আমরা ৮টা সীরাতুন্নবী সভা, জামা'তের ৫টা জাতীয় সভা যথা—খেলাফত দিবস, মুসলেহ্ মাওউদ দিবস, মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন, ৩৩টা মজলিসে মোযাকেরা ও যিকরে খায়ের সভা, ৭টা জামা'তের সাধারণ সভা এবং ১১টা মজলিসে আমেলার সভা করিয়া জামা'তের সার্বিক ব্যবস্থার উন্নতি এবং জামা'তের সদস্য / সদস্যাদিগকে কর্ম-মুখর করার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই সময়ের মধ্যে অত্র জামা'তের লাজনা এমাউল্লাহ সংগঠন ও খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া সংগঠনের কর্ম-তৎপরতাও সাপ্তাহিক সভার কাজও অব্যাহত ছিল এবং তাহাদের নিজ নিজ কর্ম-তৎপরতাও সন্তোষজনক ভাবে আগাইয়া যাইতেছে। উপরোল্লিখিত কর্ম-তৎপরতার বিস্তারিত রিপোর্ট যথা-সময়ে কেন্দ্রের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

(৯) চাঁদা আদায় ও বাজেট প্রসঙ্গে ঃ—

আপনার অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, জামা'তের সদস্য / সদস্যাগণের অর্থ-নৈতিক প্রকট সমস্যা এবং এই অর্থ বৎসরের প্রায় ৪/৫ মাস মোথালেফজনিত কারণে অস্থিরতা থাকা সত্বেও জামা'তের লোকজনের আন্তরিকতা, জামা'তের প্রতি ভালবাসা, ঈমান ও আমলের দৃঢ়তার পরীক্ষার মাধ্যমে তাহাদের সকলের ঘোষিত বাজেটের সার্বিকভাবে এ পর্যন্ত সর্বমোট চাঁদা-এ-আম ও অন্যান্য চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে আমাদের জামা'তের কিছু সংখ্যক সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে এ পর্যন্ত আমরা ৭৩½% চাঁদা আদায়ে সক্ষম হইয়াছি এবং আশা রাখি যে, অত্র অর্থ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বে যাহাতে আমরা আরো ভাল ফল লাভ করিতে সমর্থ হই তজ্জন্য আমাদের চেষ্টা ও কর্ম-তৎপরতা অব্যাহত থাকিবে ইন্‌শাল্লাহ। আপনাদের দোয়াই আমাদের কাম্য।

(১০) রিস্তানাতা প্রসঙ্গে ঃ—

এখন আমি এমন একটা বিষয়ের উপর আমাদের জামা'তের কর্ম-তৎপরতার ব্যাখ্যা দিতে যাইতেছি যাহার কথা চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে এবং এই সমস্যাটা যে কত জটিল এবং প্রকট তাহা বলিয়া বা প্রকাশ করিয়া শেষ করিবার কোন অবকাশ নাই যদি না সার্বিকভাবে আমরা এই সমস্যার সমাধান কল্পে নিজেরা নিজ নিজ স্থানে আপন আপন আন্তরিকতা দ্বারা সমাধানের পন্থা বাহির করিতে না পারি এবং সত্যিকার ভাবে সচেষ্ট না হই। আমি মনে করি জামা'তের এই Cronic disease-কে উৎখাত করিতে বা সমাধান কল্পে উহার একটা সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে না পারিলে জামা'তকে অত্যন্ত ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইবে। ইতিমধ্যে আমাদের কর্ম-তৎপরতার অভাবে এবং এই সমস্যার সঠিক মূল্যায়নে ব্যর্থতার দরুন আমরা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছি যাহার সঠিক চিত্র এখানে উল্লেখ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি না। যদিও আপনারা আমার চাইতে অধিক খবর রাখেন। তবে আমি মনে করি বর্তমান পরিস্থিতিতে এখনও আমাদের হাতে সময় আছে যদি জামা'তের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাহাদের, সদর মুরব্বী সাহেবান, বয়স্ক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মোয়াল্লেমগণ, বুযুর্গান ও চিন্তাশীল ছেলে ও মেয়ের অভিভাবকবৃন্দ এই প্রকট সমস্যাকে সমাধানের জন্য জরুরী ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণে আগাইয়া আসেন তবেই ইহার আশু সমাধান সম্ভব। নতুবা জামা'তকে এইজন্য একটা বিরাট মাশুল দিতে হইবে।

আপনাদের অবগতির জন্য আমি এখানে উল্লেখ করিতে চাই যে আমরা জামা'তের কিছু সংখ্যক সদস্য যথা—আনু মিঞা খন্দকার, শেখ আবদুল আলী, শেখ বশির, আবুল বরকত ও খাকসারের কর্ম-তৎপরতার দরুণ ইতিমধ্যে আমরা ৮টা বিবাহের সমাধান করিয়াছি এবং আরও ৪/৫টা সমাধান হওয়ার পথে। আশা করিয়াছি এই জুন মাসের মধ্যে তাহাও শেষ করিতে পারিব। অর্থাৎ আমি মনে করি চেষ্টা করিলে আল্লাহ্ আমাদের ফল অবশ্যই

দিবেন। কিন্তু রিস্তানাতার পদ নিয়া বসিয়া থাকিলে বা টেবিলে বসিয়া পরিকল্পনা করিলে কোন ফল হইবে না। বাস্তবমুখী হইতে হইবে এবং দোয়ার মাধ্যমে কর্মসূচীকে আগাইয়া নিতে হইবে নতুবা কোন ফল আশা করা সম্ভব নহে বলিয়া মনে করি। সুতরাং আপনাদের নিকট আমার আকুল আবেদন জামা'তের এই Major সমস্যাকে সমাধানের লক্ষ্যে আমাদিগকে যথেষ্ট যত্নবান হইতে হইবে এবং ইহা কোন অবস্থাতেই ছোট করিয়া দেখা উচিত হইবে না বলিয়া আমার ধারণা এবং এই জাতীয় সমস্যা সমাধানে মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ন্যাশনাল কায়েদ সাহেবের যথেষ্ট কিছু করণীয় আছে বলিয়া আমি মনে করি। তিনি এই ব্যাপারে কতটুকু সক্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন তাহাই এখন দেখিবার বিষয়। আমি আশা করিব তিনি তাহার ব্যক্তিগত ও জামাতী প্রভাব দ্বারা আমাদের এই জটিল সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিবেন। এই ক্ষেত্রে জনাব ন্যাশনাল কায়েদ, সাহেবের আরো কিছু করণীয় আছে উহা হইল তিনি যদি বিবাহ যোগ্য উপার্জনশীল খোদ্দাম ভাইদের মন মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাইত এবং আলোচনার মাধ্যমে জা'মাতের বৃহত্তর স্বার্থে তাহাদের মধ্যে ত্যাগের স্পৃহা জাগাইতে সমর্থ হন তবেই এই প্রকট সমস্যার একটা আশু সুরাহা সম্ভব বলিয়া আমি মনে করি।

সর্ব শেষে আমি আরও একটি বিষয়ের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দ্বারা আমার প্রতিবেদন শেষ করিতেছি। বিষয়টা হইলে বিগত দিন-গুলিতে কেন্দ্রের রিলিফ কমিটি, দুস্থ দুর্গত নিগৃহীত পরিবারের পুর্ণবাসন কমিটি, লিগাল কমিটি, ও কো-অরডিনেন্স কমিটির আন্তরিক সহযোগিতা ও কর্মতৎপরতার দরুণ আমার জামা'তের কিছু পরিবারের সদস্যদের সাহায্য খাতে, পুর্ণবাসন খাতে, জামা'তের মামলা-মোক-দ্দমার ব্যায়ভার সঙ্কুলানের ব্যাপারে এবং সর্বোপরি আমাদের জামা'তের মোখালেফাত জনিত কারণে যথাসময়ে যথাস্থানে আলাপ আলোচনা, দেখা-সাক্ষাৎ ও সরকারী পর্যায়ে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ দিয়া আমি আমার জামা'তের একটা সার্বিক প্রতিবেদনের সমাপ্তি টানিতেছি এবং আপনাদের সকলের নিকট দোয়ার জন্য আকুল আবেদন রাখিয়া শেষ করিতেছি। দোয়া করুন যেন আমরা ত্রুটিমুক্ত ঈমান-আমল দৃঢ়তা ও ধৈর্য সহকারে জামা'তের কর্ম-কাণ্ড আগাইয়া নিতে সক্ষম হই। ওয়াস্‌সালাম

খাকসার—

সালেহউদ্দিন চৌধুরী, আমীর

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

সংবাদ

ইংল্যাণ্ড জামা'তের জলসা সালানা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) এর অনুমোদনক্রমে সকলের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, ইংল্যাণ্ড জামা'তের সালানা জলসা আগামী ২২, ২৩ এবং ২৪শে জুলাই ইসলামাবাদ (টিলফোর্ড) যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে। হুযুর (আইঃ) মোকাররম হেদায়াতউল্লাহ্ সাহেব (জেনারেল সেক্রেটারী যুক্ত রাজ্য জামা'ত)-কে অফিসার জলসা সালানা এবং মোকাররম মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ (ইমাম-লণ্ডন মসজিদ)-কে অফিসার জলসা গাহ নিযুক্ত করেছেন। জলসার পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য বন্ধুগণের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে। (সাপ্তাহিক আল নসরের সৌজন্যে)

যে সকল বাংলাদেশী আহ্মদী উক্ত জলসায় যোগদান করতে চান তাদেরকে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

জলসা সালানা—কাদীয়ান

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর অনুমতিক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, এ বছর কাদীয়ানের সালানা জলসা ইনশাল্লাহ্ ১৮, ১৯, ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৮ অনুষ্ঠিত হবে। যারা উক্ত জলসায় উপস্থিত হতে ইচ্ছুক তারা এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আল্লাহ্তা'লা অধিক থেকে অধিকতর বন্ধুকে এই রূহানী সম্মেলনে যোগদান করার তৌফিক দান করুন।

নাযের দাওয়াত ও তবলীগ
কাদীয়ান

কৃতী ছাত্রী

আমার ভাগিনেয়ী মোসাম্মৎ আহমুদা বেগম, পিতাঃ মৌঃ ইয়াসীন নূরী (মাষ্টার) গ্রাম ও উপজেলা বীরগঞ্জ, জিলা দিনাজপুর ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বি, এস, সি অনার্স (পদার্থ বিদ্যা) পরীক্ষায় দ্বিতীয় ক্লাশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বি, সি, এস পরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হয়েছে। সে যাতে কৃতিত্বের সাথে সফলতা অর্জন করতে পারে এবং আরো উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেজন্যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

রফিক আহমদ প্রধান
ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল
বাঃ আঃ আঃ

শুভ বিবাহ

বিগত ১৭-৬-৮৮ রোজ শুক্রবার পুনিয়াউট (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) নিবাসী জনাব আবদুল হালিম চৌধুরী সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা মোসাম্মাত জান্নাতুন্নাহার চৌধুরীর শুভ বিবাহ নবী-নগর (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) উপজেলার অন্তর্গত দুর্গারামপুর নিবাসী জনাব আবদুল খালেক সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব বশীরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে ৫০,০০১ (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা

দেন মোহরে চট্টগ্রামস্থ মেয়ের পিত্রালয়ে স্থানীয় জামা'তের আমীর মহতরম জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেবের উপস্থিতিতে গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী মাওলানা জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের খেদমতে এ বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য খাস দোয়ার আবেদন করছি।

খন্দকার আনু মিঞা
সেক্রেঃ উমুরে আমা
বাহ্মণবাড়ীয়া আঃ আঃ

গত ১৫-৬-৮৮ ইং আমার প্রথম পুত্র নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মোয়াল্লিম মৌলভী মাহমুদ আহমদ আনসারীর সহিত আহমদ নগর নিবাসী মৌলভী রমিজউদ্দিন আফ্রাদ সাহেবের প্রথমা কন্যা মরিয়ম সিদ্দীকার বিবাহ ৯০০১ (নয় হাজার এক) টাকা দেন মোহরে আহমদনগর জামে মসজিদে সু-সম্পন্ন হয়। এই বিবাহ পড়ান মৌলভী আহসান উল্লাহ পাটওয়ারী সাহেব।

আল্লাহ্ পাক যেন উক্ত বিবাহকে সার্বিকভাবে বরকতমণ্ডিত করেন সে জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দেয়োর অনুরোধ করা যাইতেছে। ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার
আবুল কাসেম আনসারী
মোয়াল্লিম
বাঃ আঃ আহ্‌মদীয়া, ঢাকা

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার অফিসের কাজে এবং হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য একজন সার্বক্ষণিক একাউন্ট্যান্ট প্রয়োজন।

উক্ত পদের জন্য প্রার্থীকে কমপক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হইতে হইবে। প্রার্থীকে বাংলা ও ইংরাজীতে টাইপের দক্ষতা থাকিতে হইবে। এই পদের জন্য উপযুক্ত প্রার্থীকে মাসিক সর্বসাকল্যে ১৫০০ (পনর শত) টাকা বেতন দেওয়া যাইতে পারে।

দরখাস্ত এক কপি ফটো, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, জামা'তী কাজের অভিজ্ঞতা ও পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত স্ব-স্ব জামা'তের প্রেসিডেন্টের প্রশংসাপত্রসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আগামী ৩১শে জুলাই ১৯৮৮ইং তারিখের মধ্যে পেঁছাইতে হইবে।

খাকসার
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান
আমীর, ঢাঃ আঃ আঃ

ভুল সংশোধন

৩০শে মে '৮৮ তারিখে প্রকাশিত পাক্ষিক আহ্‌মদীর ৮১ পৃষ্ঠার শেষ পারায় "মসীহ্ মাওউদ (রাঃ)" ছাপা হয়েছে ৩ স্থানে। প্রত্যেক স্থানেই "মসীহ্ মাওউদ (আঃ)" পড়তে হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক
পাক্ষিক আহ্‌মদী

সম্পাদকীয়

হজ্জব্রত

ইসলামের পাঁচটি রোকনের একটি হল হজ্জ। মক্কার মসজিদুল হারাম তথা কা'বা শরীফে গিয়ে হজ্জ ব্রত পালন করা প্রতিটি সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য ফরয বা অবশ্য কর্তব্য যদি তার (১) মক্কা শরীফে যাওয়ার পাথেয় থাকে (২) স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা থাকে এবং (৩) জীবনের নিরাপত্তা থাকে।

আল্লাহ্‌তা'লা সূরা হজ্জের ২৮ আয়াতে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি লোকের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করেন যাতে সকলে হজ্জ উপলক্ষ্যে তাঁর নিকট আগমন করে। আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন—সামর্থ্য থাকা সত্বেও যদি কোন ব্যক্তি হজ্জ আদায় না করে তাহলে সে ইহুদী কি খৃষ্টান হয়ে মৃত্যু বরণ করল সে বিষয়ে আমার কোন পরওয়া নেই। (তিরমিযী)

কা'বা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনগৃহ—ইবাদত গৃহ। কখন কে এই গৃহ নির্মাণ করেছিল তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা যেতে পারে যে, হযরত আদম (আঃ) প্রথম নবী বিধায় তিনি তাঁর অনুসারীদের ইবাদতের নিমিত্ত এই গৃহ নির্মাণ করেন। কালের করাল স্রোতে পৃথিবীর উপর দিয়ে অনেক উত্থান পতন গিয়েছে কিন্তু আল্লাহ্‌র এ গৃহ রয়েছে—থাকবে যদিও কয়েকবার এর মেরামতের প্রয়োজন হয়েছিল। এ কা'বাকে কেন্দ্র করেই এ হজ্জব্রত। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও সমগ্র জগতের জন্য ইহা হেদায়াতের কেন্দ্র এবং আশিসমণ্ডিত ইবাদত গৃহ ছিল (সূরা আলে ইমরান: ৯৭ আয়াত) প্রাক ইসলামী যুগে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা নির্দিষ্ট সময়ে এখানে তীর্থে আসাটাকে খুবই পুণ্যের কাজ মনে করত। মহান আল্লাহ্‌তা'লা আজ থেকে প্রায় সারে চার হাজার বছর পূর্বে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর এক মাত্র পুত্রকে মক্কার নিবিড় অরণ্যে পরিত্যাগ করার আদেশ দেন এবং তখন থেকেই প্রথমে লোকালয় গড়ে উঠে। উদ্দেশ্য ছিল যাতে এখানে বিশ্ব মিলন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। আল্লাহ্‌র ফযলে হয়েছেও তাই। হজ্জের সময় পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত থেকে মুসলমানগণ এখানে আগমন করে সে সত্যেরই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। আজ কা'বার আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে আল্লাহ্‌তা'লার উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী। যে কোন তীর্থ যাত্রী এসব দেখে মহান আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর একবার তার ঈমানকে ঝালিয়ে নিতে সক্ষম হয়। হজ্জব্রত পালনের মাধ্যমে প্রতিটি

মু'মেনের হৃদয় থেকে সংকীর্নতা আত্মম্ভরিতা, হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি দূর হয়। সহনশীলতা মানব প্রেম ঐক্য এবং সর্বোপরি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

আগেই বলা হয়েছ যে, আল্লাহ্‌তা'লা মসজিদুল হারাম (কাবাগৃহ)-কে সমগ্র মানবের জন্য কল্যাণের কারণ করেছেন। তাই এখনে প্রবেশাধিকার সার্বজনীন (২২ : ২৬), অবশ্য যারা একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করেন তাদের জন্যে। মসজিদুল হারাম কারও একচেটিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নয়। ফেরকা নির্বিশেষে সমগ্র মুসলিম উম্মার নির্বিঘ্ন প্রবেশাধিকার রয়েছে এতে। কিন্তু অতি দুঃখ এবং ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মসজিদুল হারামের স্বঘোষিত ওলী বা সেবায়েৎ—কিছু দিন আগেও এখানে যাদের প্রবেশাধিকার ছিল না—তারা অন্যায়ভাবে কোন কোন ফিরকাকে এখানে প্রবেশ করতে বিধি নিষেধ আরোপ করছেন। এদের মধ্যে জামা'তে আহ্‌মদীয়ার নাম সর্বাগ্রগণ্য। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং স্বঘোষিত ওলীদের সামনে আল কুরআনের নিম্নোক্ত সতর্কবাণী উপস্থাপন করছি :

"নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে এবং মসজিদুল হারাম (সম্মানিত মসজিদ) হইতে বিরত রাখে.....এবং যাহারা যুলুম করিয়া উহাতে বক্রতা সৃষ্টি করে তাহাদিগকে আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব।"

(সূরা হজ্জ : ২৬ আয়াত)

"তোমরা যদি চাহ যে স্বর্গে ফিরিশ্‌তা তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তা'লার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।"

(কিশতিয়ে-নূহ)

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

"সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥

উর্দু দুর্‌রে সামীন

৭ই অক্টোবর ১৯৮৭ইং তারিখকে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন শহরের মেয়র-এর ঘোষণা।

'হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ দিবস'

যেহেতু বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের আধ্যাত্মিক নেতা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ ৭ই অক্টোবর ১৯৮৭ ইং রোজ বুধবার বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া আন্দোলনের শত বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র সফর করিতেছেন ; এবং

যেহেতু হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ ভারতের কাদীয়ানে ১৯২৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে গভঃ কলেজ লাহোর (পাকিস্তান), আহমদীয়া মুসলিম শিক্ষা নিকেতন (জামেয়া আহ্‌মদীয়া) এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অরিয়েন্টাল ষ্টাডিজ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং

যেহেতু হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ আহ্‌মদীয়া জামা'তের ৪র্থ খলীফা এবং ১৮৮৯ সালে ইসলাম প্রচারকারী সম্প্রদায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেবের পৌত্র ; এবং

যেহেতু হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ আন্তর্জাতিক আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী পরিষদের সদস্যরূপে, বিশ্ব মজলিসে খোঃ আঃ সভাপতি রূপে সৃষ্টি ধর্মী গবেষণা এবং নূতন মিশন প্রতিষ্ঠা কল্পে গঠিত ফযলে উমর ফাউণ্ডেশন-এর পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতিরূপে খেদমত করিয়াছেন ; এবং

যেহেতু এই খলীফার নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার পদ্ধতির মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য নিরন্তর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন—

সেইহেতু, কলম্বিয়া ডিষ্ট্রিক্টের মেয়র হিসাবে আমি এতদ্বারা ৭ই অক্টোবর ১৯৮৭ রোজ বুধবার এই দিবসটিকে ওয়াসিংটন ডিসিতে **"হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ দিবস"** বলিয়া ঘোষণা করিতেছি এবং এই শহরের সকল অধিবাসীদিগকে একজন মহান আধ্যাত্মিক নেতাকে আমাদের মধ্যে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমার সঙ্গে যোগদান করিতে আহ্বান জানাইতেছি।

মেরিয়ন বেরী (জুনিয়র), মেয়র
অফিস অফ দি মেয়র, ওয়াশিংটন ডি,সি
[আলবুশরা, মে, '৮৮ সংখ্যা-এর সৌজন্যে]

আহ্‌মদীয়া জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। ক্বিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফিরীনাল মুফতারিয়ীন —
অর্থাৎ সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফিরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনিঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫
সম্পাদকঃ এ, এইচ. মোহাম্মদ আলী আনওয়ার

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka- 1211
Phone No. 501379, 502295
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.